Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

জান্নাতের সিঁড়ি

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

এহসান মাহমুদ মজুমদার

রোলঃ 227012053

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

জান্নাতের সিঁড়ি

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

এহসান মাহমুদ মজুমদার

রোলঃ 227012053

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " জান্নাতের সিঁড়ি " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে এহসান মাহমুদ মজুমদার, আইডিঃ 227012053 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " জান্নাতের সিঁড়ি " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

এহসান মাহমুদ মজুমদার

আইডিঃ 227012053

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

No table of contents entries found.

ভূমিকা

দুনিয়া ক্ষনস্থায়ী।কে কয়দিন এই দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে পারবে তার নিশ্চয়তা সে দিতে পারে না।কিংবা তার মৃত্যুর পর সে কোথায় কি অবস্থায় থাকবে তার নিশ্চয়তাও সে দিতে ব্যার্থ।কিন্তু ক্ষনস্থায়ী এ দুনিয়ার জীবন সে কিভাবে অতিক্রম করছে তা থেকে সে দুটি অবস্থা আচ করতে পারবে।হয় সেটি ভালো নয় সেটি মন্দ।ভালো-মন্দ নির্ধারণের জন্যই আল্লাহ এই ক্ষনস্থায়ী জিন্দেগিতে মানুষকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত হায়াত দিয়ে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন।আল্লাহ মানুষের জন্য যে রিযিক নির্ধারণ করেছেন সে রিযিকের একটি সরিষার দানা পরিমাণ কমও কেউ রিযিক পাবেন না কিংবা একটি সরিষার দানা পরিমাণ বেশিও কেউ রিযিক পাবেন না।দিনশেষে ছোট্ট এই জীবনই আসল গন্তব্য নির্ধারক।ভালোর জন্য জান্নাত আর মন্দের জন্য জাহান্নাম।একইভাবে জান্নাত-জাহান্নাম আচ করার জন্য মানুষ নিজেই যথেষ্ট তার আমল-আখলাসের দ্বারা।আমরা মানুষের থেকে যে ঋন নিয়ে থাকি তা নির্দিষ্ট।কিন্তু আল্লাহ হতে প্রদত্ত এই দুনিয়ায় এবং পরকালীন জীবনের অফুরন্ত এই নেয়ামতের ঋনগুলোর পরিশোধ করা একটা মানুষের জন্য পুরোপুরি অসম্ভব।অফুরন্ত এই নেয়ামত দেয়ার একটিই উদ্দেশ্য যা হলো আল্লাহর এবাদত করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন।এই সন্তুষ্টির অর্জনের জন্য কুরআন-সুন্নাহের আলোকে বেশ কয়েকটি পন্থা অবলম্বন করা জরুরী।যে পন্থাগুলো সম্পর্কে মৌলিকভাবে কিছুটা ধারণা দেওয়ার জন্যই **“**জান্নাতের সিড়ি**”** বইটি রচিত।

“জান্নাতের সিঁড়ি**”** বইটি চিরস্থায়ী গন্তব্যে পৌঁছানোর পথনির্দেশিকা। এখানে আলোচনা করা হয়েছে জান্নাতের ভিত্তি ইমান, আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও ভালোবাসার প্রতীক ইবাদত, এবং জীবনের সফলতা অর্জনের দশটি মূলনীতি। বইটিতে আলোকপাত করা হয়েছে জান্নাতের আটটি মনোমুগ্ধকর নাম এবং তার অফুরন্ত নেয়ামতের ওপর, যা মানুষকে এই গন্তব্যের প্রতি আকৃষ্ট করবে।

জান্নাতের পথে চলতে হলে প্রয়োজন হিদায়াতের আলো, তওবার মাধ্যমে পাপমুক্তি, এবং জান্নাতি মানুষের আদর্শ চরিত্র গড়ে তোলা। বইটির প্রতিটি অধ্যায় আপনাকে এই গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলি ও কর্মপন্থা শেখাবে। এতে সতর্ক করা হয়েছে সেই পথভ্রষ্টতা থেকে, যা জান্নাতকে আমাদের জন্য হারাম করে দেয়। এছাড়াও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেখানো সঠিক পথের গুরুত্ব এবং আখিরাতের জন্য প্রস্তুতির বিষয়ে রয়েছে গভীর আলোচনা।

এই বইটি শুধু জান্নাতের পথে দিকনির্দেশনা নয়, বরং আমাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ ও প্রজ্জ্বলিত করার একটি প্রয়াস। আশা করি, পাঠকের মনে এই বইটি ঈমানের দৃঢ়তা, ইবাদতের প্রেরণা, এবং জান্নাতি চরিত্র গঠনের প্রতিশ্রুতি সৃষ্টি করবে।

সূচিপত্র

১.জান্নাতের সিঁড়ি কি?
২.ইমান: জান্নাতের ভিত্তি
৩.ইবাদত: জান্নাতের সিঁড়ির প্রথম ধাপ
৪.সফলতার দশটি মূলনীতি
৫.আটটি জান্নাতের নাম,
৬.জান্নাতের নেয়ামতসমূহ
৭.জান্নাত পাওয়ার উপায়-হিদায়াত,
৮.ধৈর্য:জান্নাতের পথে একটি মহৎ গুণ
৯.তওবা:গুনাহ থেকে মুক্তি ও জান্নাতের প্রতিশ্রুতি
১০.যেমন হওয়া উচিৎ একজন জান্নাতি ব্যাক্তির আখলাক
১১.যাদের উপর জান্নাত হারাম,
১২.কুফর এক পথভ্রষ্টতার নাম,
১৩.পথভ্রষ্টতার পরিনাম,
১৪.রাসূলের দেখানো পথই উত্তম পথ
১৫.আখিরাতের প্রস্তুতি

জান্নাতের সিঁড়ি কি?

"জান্নাত" শব্দটি আরবি ভাষার একটি শব্দ, যার আভিধানিক অর্থ হলো "বাগান" বা "উদ্যান"। শরীয়তের আলোকে জান্নাত হলো আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে একজন মুত্তাকি (ধর্মভীরু) বান্দার জন্য পরকালীন পুরস্কার। এটি এমন একটি স্থান যা দুনিয়ার জীবনে সৎ কাজ, আল্লাহর আদেশ পালন, এবং তাঁর রাসূল (সঃ) এর উপর ঈমান আনার মাধ্যমে অর্জন করা যায়।এটি হলো একটি স্থান যেখানে মৃত্যুর পর বিশ্বাসীরা চিরকাল সুখ-শান্তি, আনন্দ ও পরিপূর্ণতা লাভ করবেন। আল্লাহ বলেন,"তোমরা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হও, যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীনের প্রশস্ততার মত। তা প্রস্তত করা হয়েছে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি ঈমান আনে তাদের জন্য। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ। তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।"১

কুরআন ও হাদীসের আলোকে "জান্নাতের সিড়ি" সম্পর্কে স্পষ্টভাবে কোনো বিশেষ বর্ণনা নেই। তবে, জান্নাতে প্রবেশের জন্য আল্লাহ তাআলা সৎকর্ম এবং ঈমানদারি প্রদর্শনকারী ব্যক্তিদের জন্য কয়েকটি বিশেষ ধাপ বা স্তর স্থির করেছেন।যে স্তরের মূল ভিত্তি হলো ইমান।ইমানহীনা জান্নাত লাভ অসম্ভব।
যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত।"২

১.সূরা আল-হাদিদ, ৫৭:২১
২.সূরা বাকারাহ, ২:২৫

ইমান: জান্নাতের ভিত্তি

চিরস্থায়ী গন্তব্যের নাম জান্নাত।যা অর্জনে রয়েছে বেশ কয়েকটি ধাপ।আর এই ধাপের প্রাথমিক পর্যায় হলো ইমান।কারণ যে রব জান্নাত দান করবেন সে রবকে রাজি খুশী করাতে না পারলে পুরো জীবনই বৃথা।অর্থাৎ ইমান হারানোর অর্থ হলো জান্নাত হারানো।তার আগে ইমান কি সে বিষয়ে জানা জরুরী।ইমান শব্দটি আরবি "أمن"(বিশ্বাস) থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ হলো দৃঢ় বিশ্বাস, আস্থা ও স্বীকৃতি। ইমান হলো একজন মুমিনের জীবনের মূল ভিত্তি এবং জান্নাতে প্রবেশের প্রথম শর্ত। ইমান ছাড়া জান্নাতের আশা করা অসম্ভব, কারণ ইমানই আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, তাঁর প্রেরিত রাসুলগণ, কিতাবসমূহ, ফেরেশতাগণ, কিয়ামত দিবস, এবং তাকদিরের উপর নির্ভরশীল।আরেক কথায় ইমান হলো এমন বিশ্বাস, যা হৃদয়ে গ্রহণ করা হয়, মুখে স্বীকার করা হয়, এবং কর্মে তার প্রমাণ মেলে।
ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন:
"ইমান হলো হৃদয়ের বিশ্বাস, জিহ্বার স্বীকৃতি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে তার প্রকাশ।"
কুরআনে ইমানের সংজ্ঞা:
আল্লাহ তাআলা বলেন,
"মুমিন তো তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, এরপর আর সন্দেহ করে না এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধনসম্পদ ও জীবন দিয়ে সংগ্রাম করে। তারাই সত্যবাদী।"১

ইমানের স্তরসমূহ
ইমান দুইটি প্রধান স্তরে বিভক্ত:

ইমান-ই-মুজমাল: সংক্ষিপ্ত ও নির্ভেজাল বিশ্বাস।

"আমি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং তাঁর নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি।"
ইমান-ই-মুফাসসাল: বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস, যা প্রাথমিকভাবে ইসলামের ছয়টি স্তম্ভকে অন্তর্ভুক্ত করে:

আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস
ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস
কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস
রাসুলদের প্রতি বিশ্বাস

পরকাল বা কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস
তাকদির বা পূর্বনির্ধারণের প্রতি বিশ্বাস (ভালো-মন্দ উভয়ই আল্লাহর ইচ্ছাধীন)

★ইমানের বৈশিষ্ট্য
দৃঢ় বিশ্বাস:
ইমান সন্দেহ ও দ্বিধাহীন হতে হবে।

"মুমিনরা কেবল তারাই, যারা
আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং কোনো সন্দেহ পোষণ করে না।"২
কর্মের প্রতিফলন:
মুখের স্বীকারোক্তির পাশাপাশি ইমান কাজের মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

★ইমানের গুরুত্ব
ইমান জান্নাতের মূল চাবি হিসেবে কাজ করে। কুরআনে বহুবার ইমানের গুরুত্ব উল্লেখ করা হয়েছে:
"যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় নদীসমূহ।"৩
"যে ব্যক্তি ঈমান আনে এবং ভালো কাজ করে, আল্লাহ তার পাপ মাফ করবেন এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।"৪

জান্নাত অর্জন করতে হয় হাজারো ব্যাথা বেদনায় সহ্য-ধৈর্যের বিনিময়ে।সকল কাজ এক আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে এক আকাশ পরিমাণ ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করে করতে হয়।শত শত বাধা বিপত্তি এসে হানা দেয় তখনি যখন রবের প্রিয় হওয়ার আকাঙ্খাগুলো এক এক করে মনের কোনে বাসা বাধে।ঠিক তখনই মানুষকে পথহারা করার জন্যই শয়তান আসে।স্মরণ রাখা দরকার,"হে মানুষ, যমীনে যা রয়েছে, তা থেকে হালাল পবিত্র বস্তু আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট শত্রু।"৫
তাই সর্বদা শয়তানের প্ররোচনা থেকে নিজেদের হেফাজত রাখতে হবে।

★ইমান ও জান্নাতের সম্পর্ক
১.ইমান ছাড়া জান্নাত লাভ অসম্ভব।নবী করিম (সা.) বলেছেন:
"যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে ইমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"৬

২.শুধু মুখে ইমানের দাবি নয়, বরং এর সঙ্গে আমল বা কাজের মিল থাকতে হবে।আর ইমানকে আল্লাহ পরীক্ষার মাধ্যমে দৃঢ় করেন।
"মনে করো না, যারা বলে 'আমরা ঈমান এনেছি', তাদের পরীক্ষা করা হবে না।"৭

৩.ইমানদারদের জান্নাতের পুরস্কার হল চিরস্থায়ী শান্তি এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি।"যে ব্যক্তি ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত।"৮

ফুটনোট:

১.সুরা হুজুরাত: ৪৯:১৫

২.সুরা হুজুরাত: ৪৯:১৫

৩.সুরা বাকারা, ২:২৫

৪.সুরা তাগাবুন, ৬৪:৯

৫.সূরা বাকারা,আয়াত:১৬৮

৬.সহিহ বুখারি, ১২৩৭

৭.সুরা আনকাবুত: ২৯:২

৮.সুরা তাগাবুন: ৬৪:৯

ইবাদত: জান্নাতের সিঁড়ির প্রথম ধাপ

ইবাদত হল আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম, যা মানবজীবনকে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করে। ইবাদতের মাধ্যমে একজন মুসলিম জান্নাতে প্রবেশের পথ সুগম করে এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারে। এখানে ইবাদতের মূল বিষয়গুলি পয়েন্ট আকারে আলোচনা করা হলো:

১. ইবাদতের উদ্দেশ্য

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন

ইবাদতের প্রধান লক্ষ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা।

“আমি জিন এবং মানুষকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।”১

আত্মশুদ্ধি এবং নৈতিক উন্নতি

ইবাদত মানুষের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে এবং তাকে নৈতিকভাবে উন্নত করে।

“যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতের উদ্যান...”২

পৃথিবী এবং পরকালে শান্তি

ইবাদত মানুষের জীবনে শান্তি এবং প্রশান্তি আনে।

“তোমরা আল্লাহর স্মরণে শান্তি পাবে, নিশ্চয় আল্লাহর স্মরণে হৃদয় শান্তি পায়।”৩

২. ইবাদত আল্লাহর নৈকট্য অর্জন ও জান্নাতে পৌঁছানোর প্রধান উপায়।

বিভিন্ন ইবাদত যেমন নামাজ, রোজা, যাকাত, হজ ইত্যাদি মুমিনদের জান্নাতের পথে পরিচালিত করে।

নামাজ

নামাজ হলো মুমিনের জন্য আল্লাহর সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনের উপায়। এটি ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম এবং প্রতিদিন পাঁচবার তা আদায় করা ফরজ।
"নিশ্চয় নামাজ মুমিনের উপর নির্দিষ্ট করা সময় অনুযায়ী ফরজ করা হয়েছে।"৪

রোজা

রোজা এক ধরনের আত্মসংযম এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির ইবাদত। এটি সিয়াম মাসে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য রাখা হয়।
"তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমনটি পূর্ববর্তীদের উপর ফরজ ছিল, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারো।"৫

যাকাত

যাকাত হচ্ছে গরীব-দুঃখীকে সাহায্য করার জন্য আল্লাহর পথে দান করা। এটি সম্পদের পরিশুদ্ধি এবং সামাজিক দায়িত্ব পালনের একটি মাধ্যম।
"তোমরা যাকাত দাও, এতে তোমাদের জন্য পরিশুদ্ধি হবে।"৬

হজ

হজ হচ্ছে ইসলামের আরেকটি ফরজ ইবাদত, যা সারা জীবনে একবার মক্কা-মদিনা যেতে হয়, যদি ব্যক্তি শারীরিক এবং আর্থিকভাবে সক্ষম হন।
"যে ব্যক্তি হজ করবে, সে যেন অসৎ কাজ, ঝগড়া-বিবাদ পরিহার করে।"৭

৩. ইবাদতের সুফল ও প্রতিফল
আল্লাহর নৈকট্য লাভ

ইবাদত আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গভীর করে এবং বান্দার জন্য আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে সহায়তা করে।
"যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত..."৮

জান্নাতের দিকে অগ্রসর হওয়া

ইবাদত মানুষের জীবনকে জান্নাতের দিকে পরিচালিত করে, যা আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পরকালে পুরস্কারের পথে নিয়ে যায়।
“যারা ঈমান আনে, সৎকাজ করে, আল্লাহ তাদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত করেছেন, যেখানে তারা চিরকাল থাকবে।" ৯

প্রসন্নতা ও সাফল্য

নিয়মিত ইবাদত করলে মন ও হৃদয়ে প্রশান্তি আসে, এবং পৃথিবী ও পরকালে সফলতা অর্জিত হয়।
“তোমরা আল্লাহর স্মরণে শান্তি পাবে, নিশ্চয় আল্লাহর স্মরণে হৃদয় শান্তি পায়।”১০

ধৈর্য এবং তাওয়াক্কুল

ইবাদত জীবনে ধৈর্যশীল হতে সহায়তা করে এবং আল্লাহর উপর ভরসা ও নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি করে।
“তোমরা ধৈর্য ধারণ করো এবং আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করো।”১১

৪. ইবাদতের মাধ্যমে জান্নাতের সিঁড়ি চড়ার উপায়
নিরবচ্ছিন্ন ইবাদত

ইবাদত কোন সময়ের জন্য নয়, বরং প্রতিটি মুহূর্তে মুমিনকে আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করে। জীবনের প্রতিটি কাজকে ইবাদত হিসেবে গণ্য করা উচিত, যদি তা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয়।
“আল্লাহ তাআলা উঁচু ও মহৎ কাজ এবং সৎ মানুষকে পছন্দ করেন এবং নিকৃষ্ট কাজ অপছন্দ করেন।
১২

মসজিদে ইবাদত

মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়া, আল্লাহর পথে তাওয়াব লাভের একটি উত্তম মাধ্যম।
“যারা আল্লাহর পথে একে অপরকে সাহায্য করে, তাদের জন্য বিশেষ পুরস্কার রয়েছে।”১৩

তাকওয়া অর্জন

ইসলামে তাকওয়া (আল্লাহভীতি) অর্জন হলো এক ধরনের ইবাদত, যা মানুষের জীবনকে পরিশুদ্ধ করে।
“তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো, যাতে তোমরা সফল হতে পারো।”১৪

সৎকাজে প্রতিযোগিতা

ইবাদত শুধু আল্লাহর প্রতি আনুগত্য নয়, বরং সামাজিক ও মানবিক দায়বদ্ধতার মধ্যেও এটি প্রতিফলিত হয়।
“তোমরা পরস্পর সৎকাজে প্রতিযোগিতা করো।”১৫

৫.ইবাদত হলো জান্নাতের সিঁড়ির প্রথম ধাপ, যা মুমিনকে আল্লাহর কাছে নিয়ে যায় এবং পরকালে জান্নাতে প্রবেশের পথে সহায়তা করে। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ, আত্মশুদ্ধি, শান্তি এবং ধৈর্য অর্জন—সবই ইবাদতের মাধ্যমে সম্ভব। আমাদের উচিত ইবাদতের মাধ্যমে আমাদের জীবনকে আল্লাহর পথে পরিচালিত করা এবং জান্নাতের দিকে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়া।

আল্লাহ আমাদের তাওফিক দান করুন, আমিন।

ফুটনোটঃ
১.সূরা আয-যারিয়াত: ৫৬
২.সূরা আল-বুরুজ: ১১
৩.সূরা আর-রাদ: ২৮
৪.সূরা আন-নিসা: ১০৩
৫.সূরা আল-বাকারা: ১৮৩
৬.সূরা আত-তাওবা: ১০৩
৭.সূরা আল-বাকারা: ১৯৭
৮.সূরা আল-বাকারা: ২৫
৯.সূরা কাহফ: ১০৭
১০.সূরা আর-রাদ: ২৮
১১.সূরা আলে-ইমরান: ২০০
১২.সুনানে তাবরানি, হাদিস : ২৮৯৪
১৩.সূরা আল-মুমিনুন: ১০
১৪.সূরা আল-বাকারা: ১৮৯
১৫.সূরা আল-মায়িদা: ২

সফলতার দশটি মূলনীতি

সফলতা, যা আমরা সবাই কামনা করি, ইসলামের দৃষ্টিতে কেবল পার্থিব অর্জনেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, পরকালের মুক্তি এবং চিরশান্তির সমন্বয়ে গঠিত একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। মহান আল্লাহর অশেষ দয়া এবং মেহেরবানিতে কুরআন এবং সুন্নাহের আলোকে আমাদের জন্য এমন কিছু মূলনীতি নির্ধারণ করা আছে, যা কেবল আমাদের দুনিয়ার সফলতাই নয়, আখিরাতেও মুক্তি নিশ্চিত করে জান্নাত লাভের অপার সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দেয়। কুরআন ও হাদিসের আলোকে সফলতার এই মূলনীতিগুলো অত্যন্ত সহজ, অথচ গভীর তাৎপর্যপূর্ণ।এ মূলনীতিগুলো বাস্তব জীবনে আয়ত্তকরণের মাধ্যমে একটি আদর্শ জীবনব্যাবস্থা গড়ে তুলা সম্ভব। এগুলো মেনে চললে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের পথ সুগম হবে। আসুন, সফলতার এই মূলনীতিগুলো সম্পর্কে আরও গভীরভাবে জানি।

সফলতার ১০টি ইসলামি মূলনীতি

১. নিয়ত (উদ্দেশ্যের বিশুদ্ধতা)

প্রতিটি কাজের মূলে রয়েছে নিয়ত। কাজটি যত বড় বা ছোট হোক, যদি তা খাঁটি নিয়তে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হয়, তবে তা ইবাদতে পরিণত হয়।অর্থাৎ মানবজাতির সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য হাসিল হয়।নিয়তে গড়বড় হলে যত চেষ্টা সাধনাই করা হোক সবকিছুই বৃথা হয়।

কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

"তোমাদেরকে কেবল এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করো এবং তোমাদের দ্বীনকে তাঁর জন্য পরিশুদ্ধ করো।"১

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

"নিশ্চয়ই সব কাজ নিয়তের উপর নির্ভর করে, এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিদান নির্ধারিত হয়।"২

একটি বিশুদ্ধ নিয়ত শুধু কাজের গুণমান বৃদ্ধি করে না, বরং তার মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে বরকতও নেমে আসে।আল্লাহকে বেজাড় করে কোনো কাজে সফল হওয়া অসম্ভব।আর সর্বদা ভালো কাজের নিয়ত করা অতীব জরুরী। কেননা ইব্নু "আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃনবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (হাদীসে কুদ্সী স্বরূপ) তাঁর প্রতিপালক হতে বর্ণনা করে বলেন যে, আল্লাহ্ ভাল-মন্দ লিখে দিয়েছেন। এরপর সেগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন সৎ কাজের ইচ্ছা করল, কিন্তু তা বাস্তবে করল না, আল্লাহ্ তাঁর কাছে এর জন্য পূর্ণ সওয়াব লিখবেন। আর সে ভাল কাজের ইচ্ছা করল এবং তা বাস্তবেও করল তবে আল্লাহ্ তাঁর কাছে তার জন্য দশ গুণ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত এমন কি এর চেয়েও অধিক সওয়াব লিখে দেন। আর যে কোন মন্দ কাজের ইচ্ছা করল, কিন্তু তা বাস্তবে পরিণত করল না, আল্লাহ্

তাঁর কাছে তার জন্য পূর্ণ সওয়াব লিখবেন। আর যদি সে মন্দ কাজের ইচ্ছা করার পর বাস্তবেও তা করে, তবে তার জন্য আল্লাহ্ মাত্র একটা গুনাহ লিখেন।"৩

তাই আমরা বেশি বেশি নেক কাজের নিয়ত করবো ইন শা আল্লাহ।

২. ইয়াকীন (দৃঢ় বিশ্বাস)
সফলতার আরেকটি ভিত্তি হলো আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস এবং নিজের কর্মের প্রতি আস্থা। আল্লাহ তাআলার ওপর সম্পূর্ণ ভরসা করলে অন্তরে প্রশান্তি এবং কাজে দৃঢ়তা আসে।তাছাড়া ব্যার্থতার সময় ধৈর্যধারণে স্পৃহা জাগে।

আল্লাহ বলেন,
"যে আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর প্রতি ভরসা করে, তিনি তার জন্য উত্তরণের পথ তৈরি করে দেবেন।"৪
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,
"আল্লাহর উপর ভরসা করো এবং মনে বিশ্বাস রাখো যে তিনি তোমার জন্য যথেষ্ট।"৫
দুনিয়ার অধিপতি যিনি, তিনি যদি আমার হয়ে যান।আর হারানোর কি থাকতে পারে!

৩. মেহনত (পরিশ্রম)
পরিশ্রম ছাড়া জীবনে সফলতা অর্জন সম্ভব নয়। ইসলামে পরিশ্রমের মাধ্যমে জীবিকা অর্জন ও নৈতিক উন্নতির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

"মানুষের জন্য তা-ই রয়েছে, যা সে নিজের প্রচেষ্টায় অর্জন করে।"৬
হাদিস: নবী (সা.) বলেছেন,
"তোমার শক্তি অনুযায়ী চেষ্টা করো, কারণ তোমার প্রভু ক্লান্ত হন না।"৭

"হে মানুষ, তোমার রব পর্যন্ত (পৌঁছতে) অবশ্যই তোমাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। অতঃপর তুমি তাঁর সাক্ষাৎ পাবে।"৮
চিরস্থায়ী সুখের জান্নাত পেতে হলে অবশ্যই কঠোর চেষ্টা সাধনা করা অতীব জরুরী।

৪. দু'আ (আল্লাহর কাছে প্রার্থনা)
দু'আ হলো মুমিনের অস্ত্র এবং সফলতার সোপান। এটি আল্লাহর নিকট প্রার্থনার মাধ্যম এবং আল্লাহর সাহায্য কামনার উপায়।
"তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের দো'আ কবুল করব।"৯
হাদিস: নবী (সা.) বলেন,
"দো'আ ইবাদতের মুল।"১০

কুরআন হাদিসের আলোকে দু'আ কবুলের উত্তম সময়গুলোর দিকে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে আল্লাহ বান্দাদের ক্ষমা করার জন্য অফুরন্ত সুযোগ দিয়েছেন।

৫. তাওয়াক্কুল (আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা)
আমরা অনেকসময় চেষ্টা-সাধনা করার পর উত্তম প্রতিদান না পাওয়ার কারণে হতাশ হয়ে পড়ি।এর অর্থ আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থার ঘাটতি।অর্থাৎ তাওয়াক্কুলে স্বল্পতা।তাওয়াক্কুল হলো চেষ্টা করার পর আল্লাহর উপর নির্ভর করা। এটি আধ্যাত্মিক শক্তি জোগায় এবং দুঃসময়ে মুমিনকে দৃঢ় রাখে।ধৈর্য ধরতে সহায়তা করে।

"তোমার প্রভুর উপর ভরসা করো। তিনিই যথেষ্ট অভিভাবক।"১১
নবী (সা.) বলেছেন,
"যদি তোমরা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করতে পারো, তবে তিনি তোমাদের রিজিক দেবেন, যেমন পাখিদের দেন; তারা সকালে ক্ষুধার্ত বের হয় এবং সন্ধ্যায় তৃপ্ত হয়ে ফিরে আসে।"১২

৬. ইখলাস (খাঁটি মনোভাব)
যে কাজ খাঁটি মনোভাব নিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করা হয়, তাতেই সফলতা আসে।আল্লাহকে পাওয়ার অর্থ সবকিছু নিজের করে পাওয়া।

"তোমরা তোমাদের দ্বীনকে আল্লাহর জন্য বিশুদ্ধ করো।"১৩
"আল্লাহ নিয়ত ও অন্তরের অবস্থাকে দেখেন।"১৪

৭. সবর (ধৈর্য)
ধৈর্য ছাড়া সফলতা অসম্ভব। ধৈর্য মানুষের ইমানকে শক্তিশালী করে এবং আল্লাহর কাছ থেকে সাহায্য এনে দেয়।বিপদে আপদে সবসময় ধৈর্যধারণ করা মুমিনের অন্যতম প্রধান একটি গুণ।

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।"১৫
"ধৈর্যের প্রতিদান হলো জান্নাত।"১৬
৮. তাওবা (ক্ষমা প্রার্থনা)
তাওবা বা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কেবল পাপ মোচনের উপায় নয়, এটি আল্লাহর রহমত লাভের একটি বড় মাধ্যম।আর আল্লাহ তো এই তওবাকারীকেই বেশি ভালোবাসেন।শয়তানের প্ররোচনায় যখন আমরা গাফিলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে উঠি তখন পাল্টা আঘাত ঘায়েল করার অর্থ হলো তওবা।তওবাকারী ব্যাক্তিই আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয়।

"তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল।"১৭

“যে নিয়মিত তাওবা করে, আল্লাহ তার সব সংকট দূর করেন।”১৮

৯. সময় ও সুযোগের সদ্ব্যবহার

ইসলামে সময়কে অমূল্য সম্পদ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। সময় নষ্ট করা মুমিনের জন্য শোভনীয় নয়।

“মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত, যদি না তারা ঈমান আনে, সৎ কাজ করে এবং একে অপরকে সত্য ও ধৈর্যের পরামর্শ দেয়।”১৯

“দুটি নেয়ামত রয়েছে, যা অধিকাংশ মানুষ সঠিকভাবে ব্যবহার করে না: সুস্থতা এবং অবসর সময়।”২০

“রোজ হাশরে শেষ বিচারের দিনে প্রতিটি মানুষ পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ছাড়া এক পা পর্যন্ত নড়তে পারবে না। প্রশ্নগুলো হলো-তার জীবনকাল কী লক্ষ্যে কাটিয়েছে? যৌবনকাল কী কাজে ব্যয় করেছে? কোন পথে আয় করেছে? কী কাজে ব্যয় করেছে? জ্ঞান অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করেছে কিনা?”২১

১০. শুকরিয়া (কৃতজ্ঞতা)

আল্লাহর দেওয়া নেয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আরও নেয়ামত লাভের অন্যতম মাধ্যম।রবের প্রতি কৃতজ্ঞতা ব্যাতীত রবের প্রিয় হওয়া অসম্ভব।কেননা আল্লাহ কোনো দাম্ভিক ব্যাক্তিকে পছন্দ করেন না।

“যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি তোমাদের নেয়ামত আরও বৃদ্ধি করব।”২২

“যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ হয় না, সে আল্লাহর প্রতিও কৃতজ্ঞ নয়।”২৩

ভালো-মন্দ,সুখ-দুঃখ উভয়ের সমন্বয়েই জীবন। তাই জীবনে যা কিছুই অর্জিত হোক না কেন দিনশেষে আলহামদুলিল্লাহ।যে শব্দের মাধ্যমে ঘুচে যাবে এক নিমিষেই জীবনের হতাশা,গ্লানি।

সফলতা আল্লাহর দেওয়া নেয়ামত, যা অর্জনের জন্য প্রয়োজন সঠিক নিয়ত, কঠোর পরিশ্রম, ধৈর্য ও তাওয়াক্কুল। সফলতা কেবল দুনিয়াবি অর্জনে সীমাবদ্ধ নয়; এটি অন্তর্ভুক্ত করে আখিরাতের মুক্তি এবং আধ্যাত্মিক উন্নয়ন। যদি আমরা এই দশটি মূলনীতি মেনে জীবনযাপন করি, তবে আল্লাহর রহমতে আমরা দুনিয়া ও আখিরাত উভয়েই সফল হতে পারব এবং চিরস্থায়ী জান্নাত লাভ করতে পারবো।আল্লাহ আমাদের সবাইকে এই শিক্ষাগুলো বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

ফুটনোটঃ

১.সূরা আল-বাইয়্যিনাহ, ৯৮:৫

২.সহিহ বুখারি, হাদিস: ১
৩.[মুসলিম ১/৫৯, হাঃ ১৩১, আহমাদ ৩৪০২]
সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৬৪৯১
৪.সূরা আত-তালাক, ৬৫:২-৩
৫.তিরমিজি, হাদিস: ২৩৪৪
৬.সূরা আন-নাজম, ৫৩:৩৯
৭.সহিহ বুখারি, হাদিস: ৩৯
৮.আল-ইনশিকাক,৮৪:৬
৯.সূরা গাফির, ৪০:৬০
১০.তিরমিজি, হাদিস: ৩৩৭১
১১.সূরা আল-আহযাব, ৩৩:৩
১২.তিরমিজি, হাদিস: ২৩৪৪
১৩.সূরা আল-বাইয়্যিনাহ, ৯৮:৫
১৪.সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৫৬৪
১৫.সূরা আল-বাকারাহ, ২:১৫৩
১৬.তিরমিজি, হাদিস: ২৪০৩
১৭.সূরা নূহ, ৭১:১০
১৮.আবু দাউদ, হাদিস: ১৫১৮
১৯.সূরা আল-আসর, ১০৩:১-৩
২০.সহিহ বুখারি, হাদিস: ৬৪১২
২১.তিরমিজি ৪:৬১২/২৪১৬
২২.সূরা ইবরাহিম, ১৪:৭
২৩.তিরমিজি, হাদিস: ১৯৫৪

আটটি জান্নাতের নাম

কুরআন ও হাদিসে জান্নাতের বিভিন্ন নাম ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে। যদিও কুরআনে সরাসরি আটটি জান্নাতের নাম উল্লেখ করা হয়নি, তবে বিভিন্ন আয়াতে ও হাদিসে জান্নাতের স্তর ও দরজা সম্পর্কে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। নিচে উল্লেখযোগ্য কিছু আয়াত ও হাদিস দেওয়া হলো:

★জান্নাতুল ফিরদাউস

কুরআনে উল্লেখ আছে:

"যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, তাদের আবাস হবে ফিরদাউসের জান্নাত।"

(সূরা আল-কাহফ: ১০৭)

এটি জান্নাতের সর্বোচ্চ এবং সেরা স্তর।নবী করিম (সা.) বলেছেন:
"যদি তোমরা আল্লাহর কাছে জান্নাত চাও, তাহলে ফিরদাউস চাও। কেননা এটি জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর এবং এর ওপর আরশ প্রতিষ্ঠিত।"
(সহিহ বুখারি: ২৭৯০)

★জান্নাতুল নাঈম
কুরআনে উল্লেখ আছে:
"নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতুন নাঈম।"
(সূরা আল-হজ: ৫৬)
নেয়ামত ও সুখ-শান্তির জন্য নির্ধারিত।

★দারুল সালাম
কুরআনে উল্লেখ আছে:
"আল্লাহ দারুস সালামের দিকে আহ্বান করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন।"
(সূরা ইউনুস: ২৫)
শান্তি ও নিরাপত্তার ঘর।

★দারুল মুকামা
কুরআনে উল্লেখ আছে:
"যারা বলে, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে দারুল মুকামায় ঠাঁই দিয়েছেন।"
(সূরা ফাতির: ৩৫)
যেখানে চিরস্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা।

★মাকামুল আমিন
কুরআনে উল্লেখ আছে:
"নিশ্চয় মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে নিরাপদ স্থল।"
(সূরা আদ-দুখান: ৫১)
নিরাপদ এবং নিশ্চিন্ত আশ্রয়।

★জান্নাতুল খুলদ
কুরআনে উল্লেখ আছে:
"বলুন, এটাই কি উত্তম না জান্নাতুল খুলদ যা মুত্তাকীদের জন্য প্রতিশ্রুত?"
(সূরা আল-ফুরকান: ১৫)
চিরস্থায়ী জীবনের জান্নাত।

★জান্নাতুল মাওয়া
কুরআনে উল্লেখ আছে:
"যখন জান্নাতুল মাওয়া নিকটবর্তী হবে।"
(সূরা আন-নাজম: ১৫)
তাকওয়াধারী ও নেককার মানুষদের জন্য।

★আদন জান্নাত
কুরআনে উল্লেখ আছে:
"তাদের জন্য রয়েছে আদন জান্নাত, যার নিচে দিয়ে প্রবাহিত হয় নদী।"
(সূরা তাওবা: ৭২)
চিরস্থায়ী বসবাসের জান্নাত।
এগুলো কুরআন ও হাদিসের আলোকে জান্নাতের বিভিন্ন নাম। প্রত্যেকটি জান্নাত আল্লাহর পক্ষ থেকে মুমিনদের জন্য বিশেষ সম্মান ও পুরস্কারের প্রতীক।

_জান্নাতের দরজাসমূহ:
নবী করিম (সা.) বলেন:
"জান্নাতে আটটি দরজা রয়েছে। যে ব্যক্তি নিয়মিত সালাত আদায় করে, তাকে সালাতের দরজা দিয়ে ডাকা হবে। যে জিহাদ করে, তাকে জিহাদের দরজা দিয়ে ডাকা হবে। যে সদকা করে, তাকে সদকার দরজা দিয়ে ডাকা হবে। যে রোজা রাখে, তাকে রাইয়ান দরজা দিয়ে ডাকা হবে।"
(সহিহ বুখারি: ৩৬৬৬, সহিহ মুসলিম: ১০২৭)।অন্যত্র পাওয়া যায়,
জান্নাতের বিশেষ দরজার নামঃ রাইয়ান
নবী করিম (সা.) বলেছেন:
"জান্নাতে একটি দরজা রয়েছে, যার নাম রাইয়ান। কিয়ামতের দিন রোজাদাররা এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। অন্য কেউ এটি দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না।"
(সহিহ বুখারি: ১৮৯৬, সহিহ মুসলিম: ১১৫২)

_প্রসঙ্গত আরও একটি হাদিস জেনে রাখা ভালো।
হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম (সা.) বলেছেন:
"যার ওজু সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়, সে জান্নাতের আটটি দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে, যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা করবে।"
(সহিহ বুখারি: ১৮৯, সহিহ মুসলিম: ১০২৭)

★জান্নাতের স্তরসমূহ

নবী করিম (সা.) বলেছেন:
"জান্নাতে একশত স্তর রয়েছে, যা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন। প্রতিটি স্তরের মধ্যে দূরত্ব আসমান ও জমিনের দূরত্বের সমান।"
(সহিহ বুখারি: ২৭৯০)

★জান্নাতের প্রশস্ততা
"প্রতিটি জান্নাত এমন প্রশস্ত যা আসমান ও জমিনের সমান।"
(সূরা আল-ইমরান: ৩:১৩৩)

জান্নাতের নাম ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে কুরআন ও হাদিসে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। জান্নাতের প্রত্যেক স্তর আলাদা বৈশিষ্ট্য, নেয়ামত এবং মর্যাদায় পরিপূর্ণ। সৎকর্ম, তাকওয়া, এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই এসব জান্নাতে প্রবেশের প্রধান শর্ত।

জান্নাতের নেয়ামতসমূহ

১.জান্নাতে এমন একটি গাছ আছে, যার ছায়ায় কোন আরোহী শত বছর পর্যন্ত চললেও তা অতিক্রম করতে পারবে না।

২.প্রথম যে দল জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারা পূর্ণিমা রাতের চাঁদের মত উজ্জ্বল হবে আর তাদের অনুগামী দলের চেহারা আকাশের উজ্জ্বল তারকার চেয়েও অধিক সুন্দর ও উজ্জ্বল হবে।

৩.তাদের অন্তরগুলো এক ব্যক্তির অন্তরের মত হবে। তাদের মধ্যে কোন বিদ্বেষ থাকবে না, কোন হিংসা থাকবে না

৪.তাদের প্রত্যেকের জন্য ডাগর ডাগর চোখওয়ালা দু’জন করে এমন স্ত্রী থাকবে, যাদের পদ তলের অস্থি মজ্জা ও গোশত ভেদ করে দেখা যাবে।

৫.রাইয়্যান নামক দরজায় সাওম পালনকারী ছাড়া অন্য কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না।

৬.(জান্নাতের মধ্যে) দু’টি বাগান থাকবে। এ দু’টির সকল পাত্র এবং এর ভিতরে সকল বস্তু রৌপ্য নির্মিত হবে এবং (জান্নাতে) আরো দু’টি উদ্যান থাকবে। এ দু’টির সকল পাত্র এবং ভেতরের সকল বস্তু সোনার তৈরী হবে।

৭.জান্নাতে আদনের মধ্যে জান্নাতী লোকেরা তাদের প্রতিপালকের দর্শন লাভ করবে। এ জান্নাত বাসী এবং তাদের প্রতিপালকের এ দর্শনের মাঝে আল্লাহ্‌র সত্তার ওপর জড়ানো তাঁর বিরাটত্বের চাদর ছাড়া আর কোন জিনিস থাকবে না।

৮.সিদরাতুল মুনতাহা রয়েছে।যেখানে রয়েছে চারটি নহর। দু'টি নহর হল যাহেরী, আর দু'টি নহর হল বাতেনী। যাহেরী দু'টি হল, নীল ও ফোরাত। আর বাতেনী দু'টি হল, জান্নাতের দু'টি নহর।

৯.যার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হবে নহরসমূহ, তাতে তারা চিরদিন থাকবে এবং (ওয়াদা দিচ্ছেন) স্থায়ী জান্নাতসমূহে পবিত্র বাসস্থানসমূহের।

১০.মুত্তাকীগণ থাকবে জান্নাত ও ঝর্ণাধারাসমূহে।

১১.সেখানে তাদেরকে অলংকৃত করা হবে স্বর্ণের চুড়ি দিয়ে এবং তারা পরিধান করবে মিহি ও পুরু সিল্কের সবুজ পোশাক। তারা সেখানে (থাকবে) আসনে হেলান দিয়ে। কী উত্তম প্রতিদান এবং কী সুন্দর বিশ্রামস্থল !

১২.সোনার কাঁকন ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং যেখানে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হবে রেশমের।

১৩.সেদিন জান্নাতবাসীরা বাসস্থান হিসেবে উত্তম এবং বিশ্রামস্থল হিসেবে উৎকৃষ্ট অবস্থায় থাকবে।

১৪.নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে নিআমতপূর্ণ জান্নাত।

১৫.সস্ত্রীক সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

১৬.মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত হল, তাতে রয়েছে নির্মল পানির নহরসমূহ, দুধের ঝর্নাধারা, যার স্বাদ পরিবর্তিত হয়নি, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহরসমূহ এবং আছে পরিশোধিত মধুর ঝর্নাধারা।

১৭.সেদিন তুমি মুমিন পুরুষদের ও মুমিন নারীদের দেখতে পাবে যে, তাদের সামনে ও তাদের ডান পার্শ্বে তাদের নূর ছুটতে থাকবে। (বলা হবে) 'আজ তোমাদের সুসংবাদ হল জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত, তথায় তোমরা স্থায়ী হবে। এটাই হল মহাসাফল্য।

১৮.আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সকালে বা সন্ধ্যায় যতবার মসজিদে যায়, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে ততবার মেহমানদারীর ব্যবস্থা করে রাখেন।

১৯.দুনিয়ার রেশমী কাপড়ের চাইতে জান্নাতে সা'দ ইবনু মু'আযের রুমালগুলো এর চেয়ে উৎকৃষ্ট।

২০.আল্লাহ জান্নাতি ব্যাক্তিদের জন্য এমন নেয়াময়ত প্রস্তুত করেছেন যা কোনো চোখ কখনো দেখেনি, কোনো কান কখনো শোনেনি এবং কোনো মানুষের হৃদয়ে তা কল্পনাও উদিত হয়নি।

২১."জান্নাতে একটি ইট সোনা দিয়ে এবং একটি ইট রূপা দিয়ে তৈরি প্রাসাদ থাকবে। এর মাটিও হবে মিষ্টি খুশবু।"

২২."জান্নাতবাসীরা চিরযৌবন ও সুস্বাস্থ্য নিয়ে জান্নাতে থাকবে। সেখানে তাদের মৃত্যু, ক্লান্তি বা দুঃখ থাকবে না।"

২৩."জান্নাতবাসীরা জান্নাতে প্রবেশ করার পর আল্লাহ তাআলা তাদের উদ্দেশ্যে বলবেন, 'আর কিছু কি চাও?' তারা বলবে, 'আপনি কি আমাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করেননি? আমাদের জান্নাতে প্রবেশ করাননি?' তখন আল্লাহ তাদের জন্য পর্দা সরিয়ে দেবেন। জান্নাতে এটিই হবে সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত।"

জান্নাত এমন একটি স্থান, যেখানে কোনো দুঃখ-কষ্ট থাকবে না, থাকবে কেবল চিরস্থায়ী শান্তি ও আনন্দ। কুরআন ও হাদিসে জান্নাতের নেয়ামত বর্ণনার মাধ্যমে মুমিনদের জন্য অনুপ্রেরণা দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা আল্লাহর পথে দৃঢ়ভাবে চলতে পারে এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে।

ফুটনোট:

১.সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৩২৫১

২.সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৩২৫৪

৩.সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৩২৫৪

৪.সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৩২৫৪

৫.সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৩২৫৭

৬.সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৪৮৭৮

৭.সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৪৮৭৮

৮.সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৫৬১০

৯.সূরা আত-তাওবা ৯:৭২

১০.সূরা আল-হিজর ১৫:৪৫

১১.সূরা আল কাহফ ১৮:৩১

১২.সূরা আল হাজ্জ,২২:২৩

১৩.সূরা আল ফুরকান ২৫:২৪
১৪.সূরা আল লোকমান ৩১:৮
১৫.সূরা আয-যুখরুফ ৪৩:৭০
১৬.সূরা মুহাম্মদ ৪৭:১৫
১৭.সূরা আল-হাদিদ ৫৭:১২
১৮.সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৬৬২
১৯.সহিহ বুখারী, হাদিস নং ২৬১৫
২০.সহীহ বুখারি: ৩২৪৪, সহীহ মুসলিম: ২৮২৪
২১.সহীহ তিরমিজি, হাদিস নং ২৫৩৫
২২.সহীহ বুখারি,হাদিস নং ৬৫৫২
২৩.সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ১৮১

৩.জান্নাত পাওয়ার উপায়-হিদায়াত

হিদায়াত এক মহাসাফল্যের নাম।এটি আল্লাহর নির্দেশিত সঠিক পথকে বোঝায়, যা মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতে সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়।এক কথায় হিদায়াত হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া এমন একটি দিশা, যা মানুষের অন্তরকে সঠিক পথের প্রতি ঝুঁকিয়ে দেয় এবং সত্য গ্রহণে প্রণোদিত করে।“তারা তাদের রবের পক্ষ থেকে হিদায়াতের উপর রয়েছে এবং তারাই সফলকাম।”১ তাছাড়া তাদের উপরই রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও রহমত এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।”২

অপরদিকে “এরাই তারা, যারা হিদায়াতের বিনিময়ে পথভ্রষ্টতা ক্রয় করেছে। কিন্তু তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি এবং তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত ছিল না।”৩অর্থাৎ যারা হিদায়াত হারানোর অর্থ পথ হারানো। শুধু তাই নয় বরং

হিদায়াতের পথ গোপন করার শাস্তি হলো:

“নিশ্চয় যারা গোপন করে সু-স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ ও হিদায়াত যা আমি নাযিল করেছি, কিতাবে মানুষের জন্য তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করার পর, তাদেরকে আল্লাহ লা‘নত করেন এবং লা‘নতকারীগণও তাদেরকে লা‘নত করে।”৪

মানুষ তার নফসের ধোকায় পড়েই মূলত হেদায়েত হারিয়ে ফেলে।কিন্তু সেই মহান রবের অসীম দয়ায় এবং পরম কৃপায় এক মুহূর্তেই তওবা করেই রবের খুব প্রিয় বান্দা হয়ে উঠাও সম্ভব।আমরা যখন হেদায়েত হারিয়ে পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত হই তখন আমরা এই আয়াতের কথা স্মরণ করতে পারি।

“আমি বললাম,‘তোমরা সবাই তা থেকে নেমে যাও। অতঃপর যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে কোন হিদায়াত আসবে, তখন যারা আমার হিদায়াত অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না”৫

দ্বীনকে আঁকড়ে ধরে চলার জন্য আমাদের প্রানপ্রিয় রাসূলের জীবনাদর্শই আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ।আল্লাহ বলেন,“তিনিই তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্যদ্বীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি সকল দ্বীনের উপর তা বিজয়ী করে দেন। যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।”৬

অন্যত্র পাওয়া যায়,“তিনিই তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি এটাকে সকল দীনের উপর বিজয়ী করতে পারেন। আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।”৭আল্লাহ না চাইলে কখনো কেউ হেদায়েতপ্রাপ্ত হবে না।হেদায়েত পেতে হলে অবশ্যই আমাদের নিয়ত,ইয়াকীন এবং মেহনত করতে হবে।যার ফলস্বরুপ ইন শা আল্লাহ কাঙ্কিত জান্নাতের প্রবেশ করতে পারবো।আল্লাহ বলেন,“আর তাদের অন্তরে যে ঈর্ষা ছিল, আমি তা বের করে নিয়েছি। তাদের নীচ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে। আর তারা বলবে, ‘সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি এর জন্য আমাদেরকে হিদায়াত দিয়েছেন। আর আমরা হিদায়াত পাওয়ার ছিলাম না, যদি না আল্লাহ আমাদেরকে হিদায়াত দিতেন। অবশ্যই আমার রবের রাসূলগণ সত্য নিয়ে এসেছেন’ এবং তাদেরকে ডাকা হবে যে, ‘ঐ হল জান্নাত, তোমরা যা আমল করেছ, তার বিনিময়ে তোমাদেরকে এর ওয়ারিস করা হয়েছে”৮

হেদায়েত পাওয়ার সাথে সাথে হেদায়েতের পথে অটল অবিচল থাকাও অতি জরুরী।

“নিশ্চয় যারা বলে, ‘আল্লাহই আমাদের রব’ অতঃপর অবিচল থাকে, ফেরেশতারা তাদের কাছে নাযিল হয় (এবং বলে,) ‘তোমরা ভয় পেয়ো না, দুশ্চিন্তা করো না এবং সেই জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর তোমাদেরকে যার ওয়াদা দেয়া হয়েছিল’।”৯

হিদায়াতের পুরষ্কারস্বরূপঃ

“আর এটিই জান্নাত, নিজদের আমলের ফলস্বরূপ তোমাদেরকে এর অধিকারী করা হয়েছে।”১০

“তারাই জান্নাতের অধিবাসী, তাতে তারা স্থায়ীভাবে থাকবে, তারা যা আমল করত তার পুরস্কারস্বরূপ।”১১

আর যারা ঈমান আনে তাদের জন্য আল্লাহ ফির‘আউনের স্ত্রীর উদাহরণ পেশ করেন, যখন সে বলেছিল, “হে আমার রব, আপনার কাছে আমার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করুন এবং আমাকে ফির‘আউন ও তার কর্ম হতে নাজাত দিন, আর আমাকে নাজাত দিন যালিম সম্প্রদায় হতে।”১২

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, আমার নিকট বর্ণনা করা হয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মু‘আয (রাঃ)-কে বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কোনরূপ শির্ক না করে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। মু‘আয (রাঃ) বললেন, ‘আমি কি লোকদের সুসংবাদ দেব না?’ তিনি বললেন, ‘না, আমার আশংকা হচ্ছে যে, তারা এর উপরই ভরসা করে বসে থাকবে।”১৩

সাহ্ল ইব্নু সা'দ সায়ী'দী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'আল্লাহ্র পথে একদিন সীমান্ত প্রহরা দেয়া দুনিয়া ও এর উপর যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম। জান্নাতে তোমাদের কারো চিবুক পরিমিত জায়গা দুনিয়া এবং ভূপৃষ্ঠের সমস্ত কিছুর চেয়ে উত্তম। আল্লাহ্র পথে বান্দার একটি সকাল বা বিকাল ব্যয় করা দুনিয়া এবং ভূপৃষ্ঠের সব কিছুর চেয়ে উত্তম।'১৪

অফুরন্ত নেয়ামতে ভরা এই জান্নাত হাতছাড়া হয়ে যাওয়া মানে পুরোটা জীবনই বৃথা যাওয়া।রবের সাথে সম্পর্ক যতটা মধুর হবে জান্নাত পাওয়ার পথ আরও সহজ থেকে সহজতর হবে। ইন শা আল্লাহ।

ফুটনোট:

১.সূরা বাকারা,আয়াত-৫
২.সূরা বাকারা,আয়াত-১৫৭
৩.সূরা বাকারা,আয়াত-১৬
৪.সূরা বাকারা,আয়াত-১৫৯
৫.সূরা বাকারা,আয়াত-৩৮
৬.সূরা সফ,আয়াত-৯
৭.সূরা আল-ফাত,আয়াত-২৮
৮.সূরা আল আরাফ,আয়াত-৪৩
৯.সূরা ফুসসিলাত,আয়াত-৩০
১০.আয যুখরুফ,আয়াত-৭২
১১.আল-আহকাফ,আয়াত-১৪
১২.আত-তাহরীম, আয়াত -১১
১৩.সহিহ বুখারী, হাদিস নং ১২৯
১৪.সহিহ বুখারী, হাদিস নং ২৮৯২

ধৈর্য:জান্নাতের পথে একটি মহৎ গুণ

ধৈর্য মানবজীবনের এক বহুমাত্রিক মহৎ গুণ, যা ব্যক্তির নৈতিকতা ও আত্মিক উৎকর্ষতার পরিচায়ক। এটি এমন এক গভীর গুণ, যার মাধ্যমে ব্যক্তি কঠিনতম পরিস্থিতিতেও নিজেকে সংযত রাখতে সক্ষম হয় এবং আত্মার শুদ্ধি অর্জনে অগ্রসর হয়। জান্নাতের পথে ধৈর্যের ভূমিকা অপরিসীম, কেননা এটি দুনিয়ার প্রতিকূলতাকে পবিত্র এক পরীক্ষায় রূপান্তরিত করে।"জান্নাতের সিঁড়ি" গ্রন্থে ধৈর্যকে বিশেষভাবে জান্নাতের পথে অনুশীলনযোগ্য এক শক্তি হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে, যা ব্যক্তি, সমাজ এবং উম্মাহর জন্য অপরিহার্য।

ধৈর্যের মৌলিকতা ও তাৎপর্য

ধৈর্যের মূল অর্থ হলো কষ্টসহিষ্ণুতা, আত্মসংযম, এবং পরীক্ষার মুহূর্তে আত্মিক শক্তি প্রদর্শন। একজন মুমিন যখন দুনিয়ার প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ করে, তখন তা তাকে কেবল মানসিক স্থৈর্য প্রদান করে না; বরং আখিরাতে জান্নাতের অমীয় পুরস্কারের যোগ্য করে তোলে। এই গুণের বিকাশ আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থার মাধ্যমে হয়, যা মুমিনকে দুনিয়ার জীবনের সাময়িকতা উপলব্ধি করতে সহায়তা করে।

কুরআন ও হাদিসে ধৈর্যের মহিমা

পবিত্র কুরআনে ধৈর্যশীলদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহের কথা বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

"নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদের জন্য রয়েছে সীমাহীন পুরস্কার।"১

অন্যত্র বলা হয়েছে:

"তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো।"২

“আর তারা যে ধৈর্যধারণ করেছিল তার পরিণামে তিনি তাদেরকে জান্নাত ও রেশমী বস্ত্রের পুরস্কার প্রদান করবেন।"৩

“আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব যতক্ষণ না আমি প্রকাশ করে দেই তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদকারী ও ধৈর্যশীল এবং আমি তোমাদের কথা- কাজ পরীক্ষা করে নেব।”৪

ধৈর্যের বিভিন্ন রূপ

১. ইবাদতে ধৈর্য: ইবাদতে ধৈর্য হলো আল্লাহর আনুগত্যে অবিচল থাকা এবং তাঁর নির্দেশ পালন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া। এটি এমন এক অভ্যাস, যা মুমিনকে আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে পরিচালিত করে। ইবাদতে ধৈর্যশীল ব্যক্তি তার ইবাদতের প্রতি যত্নবান, শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং দীর্ঘ সময় ধরে আল্লাহর আদেশ পালনে স্থির থাকে।

"যারা ধৈর্য ধরে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতের পুরস্কার।"৫

২. বিপদে ধৈর্য: বিপদে ধৈর্য হলো এমন এক অভ্যন্তরীণ শক্তি, যা মানুষকে জীবনের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখতে সাহায্য করে। এটি কেবল মানসিক স্থিরতা নয়; বরং আধ্যাত্মিক এক গুণ, যা ঈমানদারের অন্তরে আল্লাহর প্রতি গভীর বিশ্বাস ও আস্থার প্রতিফলন ঘটায়। দুনিয়ার জীবন পরীক্ষা ও বিপদের মাধ্যমে পূর্ণ। এসব পরীক্ষায় ধৈর্য ধারণ করাই মুমিনের চরিত্রের প্রকৃত সৌন্দর্য।

"আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, সম্পদ, জীবন ও ফলাফলের ক্ষতি দ্বারা। আর তুমি সুসংবাদ দাও ধৈর্যশীলদের।"৬

৩. পাপে ধৈর্য: পাপে ধৈর্য হলো একজন মুমিনের আত্মিক উন্নতি এবং নৈতিক উৎকর্ষতার প্রতীক। এটি মানুষকে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা করে এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভে সহায়তা করে। যারা পাপে ধৈর্য ধারণ করে, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত হয়। আল্লাহর আদেশ পালন ও নিষেধ মানতে ধৈর্যশীল হওয়াই জান্নাতের পথে অগ্রসর হওয়ার সঠিক পন্থা। "যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং কঠিন পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ করে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।"৭

জান্নাতের পথে ধৈর্যের ভূমিকা

জান্নাতের পথে ধৈর্য হলো এক অনন্য গুণ, যা মুমিনকে জীবনের প্রতিটি পরীক্ষায় সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। ইবাদতে দৃঢ় থাকা, পাপ থেকে নিজেকে রক্ষা করা, এবং বিপদে স্থির থাকার মাধ্যমে ধৈর্যশীল ব্যক্তি জান্নাতের পথ সুগম করে। এটি দুনিয়ার জীবনকে আলোকিত করে এবং আখিরাতে অফুরন্ত সুখের ঠিকানায় পৌঁছে দেয়। ধৈর্যের মাধ্যমে জান্নাতের পথে অবিচল থাকা আল্লাহর প্রতি মুমিনের সর্বোচ্চ আনুগত্যের নিদর্শন।"জান্নাতের সিঁড়ি" গ্রন্থে বলা হয়েছে, ধৈর্য জান্নাতের পথে সেই সিঁড়ি, যা মুমিনকে দুনিয়ার সঙ্কীর্ণতা থেকে আখিরাতের অফুরন্ত মুক্তির দিকে নিয়ে যায়।

১. আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা: ধৈর্যশীলরা বিপদে আল্লাহর ওপর ভরসা রাখে, যা তাদের আত্মাকে জান্নাতের জন্য প্রস্তুত করে।

"মুমিন তো তারা, যাদের অন্তরসমূহ কেঁপে উঠে যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয়। আর যখন তাদের উপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং যারা তাদের রবের উপরই ভরসা করে।"৮

২. আত্মিক স্থৈর্য ও সহিষ্ণুতা: ধৈর্য ব্যক্তি-মানুষকে দুনিয়ার লোভ-লালসা ও মায়াজাল থেকে মুক্ত করে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে নিয়ে যায়।

"তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ এখনো জানেননি তাদেরকে যারা তোমাদের মধ্য থেকে জিহাদ করেছে এবং জানেননি ধৈর্যশীলদেরকে।"৯

৩. চূড়ান্ত পুরস্কার: আল্লাহর কিতাবে এবং রাসূলের বাণীতে ধৈর্যশীলদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে।

"নিশ্চয় আমি তাদের ধৈর্যের কারণে আজ তাদেরকে পুরস্কৃত করলাম; নিশ্চয় তারাই হল সফলকাম।"১০

ধৈর্য চর্চার কৌশল

আত্মবিশ্বাস ও স্থিরতা অর্জন: নিজের জীবনের প্রতিটি পরিস্থিতিকে আল্লাহর পরীক্ষা হিসেবে মেনে নেওয়া।

ইবাদতে মনোনিবেশ: ধৈর্যশীলতার অনুশীলনের জন্য নামাজ, সিয়াম এবং কুরআন তিলাওয়াতের অভ্যাস করা।
“অবশ্যই তোমাদেরকে তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের নিজ জীবন সম্পর্কে পরীক্ষা করা হবে। আর অবশ্যই তোমরা শুনবে তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের পক্ষ থেকে এবং মুশরিকদের পক্ষ থেকে অনেক কষ্টদায়ক কথা। আর যদি তোমরা ধৈর্য ধর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর তবে নিশ্চয় তা হবে দৃঢ় সংকল্পের কাজ।”১১

আত্মসংযম ও নিয়ন্ত্রণ: দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্র পরীক্ষাগুলো ধৈর্যের চর্চার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
“হে মুমিনগণ, তোমরা ধৈর্য ধর ও ধৈর্যে অটল থাক এবং পাহারায় নিয়োজিত থাক। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফল হও।”১২

আল্লাহর স্মরণ: ধৈর্যশীলতা শক্তিশালী হয় দোয়া ও জিকিরের মাধ্যমে।
মূসা তার কওমকে বলল, “আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও এবং ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয় যমীন আল্লাহর। তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে তিনি চান তাকে তার উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন। আর পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য।”১৩

"জান্নাতের সিঁড়ি" গ্রন্থে ধৈর্যকে জান্নাতের পথের এক অপরিহার্য সোপান হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এটি কেবল একটি গুণ নয়; বরং মুমিনের ঈমানের ভিত্তি এবং আত্মিক সাফল্যের বাহন। ধৈর্যশীলতা কেবল দুনিয়াতে শান্তি ও স্থিতি আনে না, বরং জান্নাতের অমলিন পুরস্কারের দিকে নিয়ে যায়। এ গুণের সঠিক চর্চাই মুমিনকে সত্যিকারের জান্নাতের উত্তরাধিকারী করে তোলে।

ফুটনোটঃ
১.সূরা যুমার: ১০
২.সূরা বাকারা: ১৫৩
৩.সূরা আল-ইনসান:১২
৪.সূরা মুহাম্মদ:৩১
৫.সূরা আনকাবুত: ৫৮
৬.সূরা বাকারা: ১৫৫
৭.সূরা আহযাব: ৩৫
৮.সূরা আল-আনফাল:২
৯.সূরা আলে ইমরান:১৪২
১০.সূরা আল-মু'মিনুন:১১১
১১.সূরা আলে ইমরান:১৮৬

১২.সূরা আলে ইমরান:২০০
১৩.সূরা আল আ'রাফ:১২৮

তওবা: গুনাহ থেকে মুক্তি ও জান্নাতের প্রতিশ্রুতি

তওবা অর্থ গুনাহ থেকে ফিরে আসা এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা। এটি এমন এক হাতিয়ার, যা মানুষের আত্মাকে পাপের স্পৃহা থেকে মুক্ত করে এবং তাকে জান্নাতের পথে পরিচালিত করে। মানব জীবনে পাপ যেমন অবশ্যম্ভাবী, তেমনি আল্লাহর রহমতও সীমাহীন। তওবা সেই সেতু, যা আল্লাহর অসীম দয়া ও ক্ষমার সঙ্গে বান্দার সম্পর্ককে সুদৃঢ় করে।এটি আত্মশুদ্ধি, আল্লাহর নৈকট্য এবং জান্নাতের পথে অগ্রগতি লাভের একমাত্র পথ।

১. তওবার সংজ্ঞা ও গুরুত্ব
তওবার অর্থ: গুনাহ থেকে ফিরে এসে আল্লাহর পথে চলা।

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে খাঁটি তওবা কর। সম্ভবত তিনি তোমাদের পাপ মুছে দেবেন এবং তোমাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।"১

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"আল্লাহ তাঁর বান্দার তওবায় এত খুশি হন, যেমন মরুভূমিতে হারানো উট ফিরে পেয়ে এক ব্যক্তি খুশি হয়।"২

২. তওবার শর্তসমূহ
২.১ আন্তরিক অনুতাপ
তওবার প্রথম শর্ত হলো, গুনাহের জন্য মনে গভীর অনুশোচনা থাকা।
"তওবা হলো পাপের জন্য অনুশোচনা।"৩

২.২ আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা
তওবা একমাত্র আল্লাহর কাছে করতে হবে।

"যে কেউ কোনো মন্দ কাজ করে ফেলে অথবা নিজের প্রতি জুলুম করে, তারপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও দয়ালু পাবে।"৪

২.৩ গুনাহ ছেড়ে দেওয়া
তওবার শর্ত হলো, পাপ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে বিরত হওয়া।

"তোমরা আল্লাহর কাছে তওবা কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।"৫

২.৪ ভবিষ্যতে পাপ না করার প্রতিজ্ঞা
তওবার পূর্ণতা তখনই আসে, যখন বান্দা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয় যে, সে আর সেই গুনাহ করবে না।

"আর যারা তাওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের পাপগুলো ভালো কাজে পরিণত করে দেবেন।"৬

৩. তওবার উপকারিতা জান্নাতের পথে
৩.১ পাপমুক্তি ও শুদ্ধি
তওবার মাধ্যমে আল্লাহ বান্দার সব পাপ মুছে দেন।
কুরআনের আয়াত:

"হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছো, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব পাপ ক্ষমা করেন।"৭

৩.২ জান্নাতে প্রবেশের যোগ্যতা অর্জন
তওবাকারীদের জন্য আল্লাহ জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

"তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা দিয়েছেন, যে ব্যক্তি তওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।"৮

৩.৩ আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন
তওবার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন করে।

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারী এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন।"৯

৩.৪ অন্তরের প্রশান্তি
তওবা অন্তরের পাপের ভার দূর করে প্রশান্তি এনে দেয়।

"যারা আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাদের হৃদয়ে প্রশান্তি বিরাজ করে।"১০

৪. তওবার কার্যকর উপায়
৪.১ ইবাদতে মনোনিবেশ
তওবা পরিপূর্ণ হয় ইবাদতের মাধ্যমে।
কুরআনের আয়াত:

"নিশ্চয়ই যারা ইমান আনে, সৎকর্ম করে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাদের জন্য রয়েছে মহান প্রতিদান।"১১

৪.২ নবীদের তওবার দৃষ্টান্ত
হজরত আদম (আ.):

"হে আমাদের প্রভু! আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি। আপনি যদি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং দয়া না করেন, তবে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব।"১২

রাসূলুল্লাহ (সা.):
"হে লোকেরা! তোমরা আল্লাহর কাছে তওবা করো, কারণ আমি প্রতিদিন ৭০ বার তওবা করি।"১৩

৪.৩ পাপের পরিণতি নিয়ে চিন্তা
তওবার শক্তি তখনই বৃদ্ধি পায়, যখন বান্দা পাপের ভয়াবহ পরিণতি নিয়ে চিন্তা করে।
কুরআনের আয়াত:

"পাপের শাস্তি কঠিন এবং ভয়ের।"১৪

৪.৪ সৎকর্মে নিয়োজিত হওয়া
তওবার পর সৎকর্মের মাধ্যমে নিজেকে পবিত্র করা জরুরি।

"নিশ্চয়ই সৎকর্ম পাপকে দূর করে।"১৫

৫. জান্নাতের সিঁড়ি বইয়ের আলোকে তওবা
জান্নাতের সিঁড়ি বইয়ে তওবাকে জান্নাতের পথে প্রধান হাতিয়ার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।
তওবা মানুষকে গুনাহের ভার থেকে মুক্ত করে আখিরাতের জন্য প্রস্তুত করে।
লেখকের দৃষ্টিতে, প্রতিটি তওবা মুমিনের আত্মায় নতুন আশা সৃষ্টি করে এবং জান্নাতের সিঁড়িতে একধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়।

তওবা হলো জান্নাতের পথে আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য এক অনন্য সুযোগ। এটি পাপের অন্ধকার থেকে মুক্তি এনে জান্নাতের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথ সুগম করে। যারা আন্তরিক তওবা করে, আল্লাহ তাদের জন্য দয়ার দ্বার উন্মুক্ত করেন এবং তাদের জান্নাতে প্রবেশের যোগ্য করে তোলেন।

"তওবা করতে বিলম্ব করো না, কারণ আল্লাহ দয়ালু, ক্ষমাশীল।"১৬

ফুটনোটঃ
১.সূরা তাহরিম: ৮
২.সহিহ মুসলিম: ২৭৪৭
৩.ইবনে মাজাহ: ৪২৫২
৪.সূরা নিসা: ১১০
৫.সূরা নূর: ৩১
৬.সূরা ফুরকান: ৭০
৭.সূরা যুমার: ৫৩
৮.সূরা মারিয়াম: ৬০
৯.সূরা বাকারা: ২২২
১০.সূরা রাদ: ২৮
১১.সূরা হুদ: ১১৪
১২.সূরা আরাফ: ২৩
১৩.সহিহ বুখারি: ৫৯৪৮
১৪.সূরা ইবরাহিম: ৭
১৫.সূরা হুদ: ১১৪
১৬.সূরা নাহল: ১১৯

"যেমন হওয়া উচিৎ একজন জান্নাতি ব্যাক্তির আখলাক"

আখলাক (أخلاق) শব্দটি আরবি ভাষা থেকে উৎপত্তি, যার শাব্দিক অর্থ চরিত্র, নৈতিক গুণাবলি বা শিষ্টাচার। এটি মানবজীবনের এক অপরিহার্য দিক, যা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে শৃঙ্খলা এবং সৌন্দর্যের প্রাবল্য সৃষ্টি করে। ইসলামী দর্শনে আখলাক এমন এক নৈতিক কাঠামো, যা মানবিক মূল্যবোধ, দায়িত্বশীলতা এবং আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে।

আখলাকের মাহাত্ম্য:

আখলাক মানুষের চারিত্রিক উৎকর্ষ এবং মানসিক পরিশুদ্ধতার প্রতীক। এটি কেবল বাহ্যিক আচরণের সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ নয়; বরং এটি অন্তর্গত অবস্থান ও আধ্যাত্মিক স্থিতির প্রতিফলন। মহানবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর পবিত্র জীবনের মাধ্যমে আখলাকের পরিপূর্ণতার উদাহরণ প্রাপ্ত হয়, যা সমগ্র মানবজাতির জন্য এক অক্ষয় আদর্শ। কুরআনে আল্লাহ বলেছেন:
"তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।"১

কুরআন ও হাদিসের আলোকে জান্নাতি ব্যক্তির আখলাক (চরিত্র) গড়ে তোলার জন্য নিম্নোক্ত গুণাবলি অর্জন করা অত্যান্ত জরুরি। এ গুণাবলিগুলো আল্লাহর প্রতি আনুগত্য, মানুষের প্রতি ভালোবাসা এবং সুন্দর আচরণের প্রতিফলন:

১. তাওহিদে দৃঢ় বিশ্বাস ও ইবাদতে একনিষ্ঠতা

আল্লাহ বলেন:

"নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদের মেহমানদারির জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফেরদাউস।"২

একজন জান্নাতি ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি অগাধ বিশ্বাস রাখে এবং নিয়মিত ইবাদতে মশগুল থাকে।সৎকাজে একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করে।জান্নাতি ব্যক্তি জীবনের সকল পরীক্ষায় আল্লাহর প্রতি ধৈর্য ধারণ করে এবং তাতে কল্যাণ খোঁজে।

২. সততা ও ন্যায়পরায়ণতা

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"সত্যবাদিতা ধারন করো। কেননা, সত্য নেকীর দিকে নিয়ে যায়, আর নেকী জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়।"৩

আল্লাহ বলেন:

"যদি তোমরা বিচার করো, তাহলে ন্যায়ের সঙ্গে করো।"৪

জান্নাতি ব্যক্তি কোনো বিষয়ে বিচার বা সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে ন্যায়ের পথে থাকে,সবসময় সত্য কথা বলে এবং কোনো পরিস্থিতিতেই মিথ্যার আশ্রয় নেয় না।এমনকি সত্যের সাথে মিথ্যার মিশ্রণ করে না এবং জেনেশুনে সত্য গোপন করে না।

৩. উদারতা ও দানশীলতা

আল্লাহ বলেন:

"তোমরা ভালো কাজের জন্য যা কিছু ব্যয় করো, আল্লাহ তা জানেন।"৫

জান্নাতি ব্যক্তি ধনসম্পদ অপচয় না করে সৎ পথে ব্যয় করে।

আল্লাহ আরও বলেন:

"তারা আল্লাহর ভালোবাসার জন্য অভাবগ্রস্ত, এতিম ও বন্দিদের খাদ্য দান করে।"৬

জান্নাতি ব্যক্তি সকল মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসে এবং তাদের প্রতি উদার আচরণ করে।

৪. ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমাশীলতা

আল্লাহ বলেন:

"যারা ক্রোধ দমন করে এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল, আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন।"৭

রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজে অত্যন্ত ক্ষমাশীল ছিলেন, যা জান্নাতি আখলাকের অন্যতম নিদর্শন।

৫. পরোপকারিতা ও অন্যের প্রতি সহানুভূতি
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"তোমরা পরস্পর দয়া না করলে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।"৮
জান্নাতি ব্যক্তি অন্যের কল্যাণে কাজ করে এবং তাদের বিপদে সাহায্য করতে সদা প্রস্তুত থাকে।

৬. অশ্লীলতা ও গীবত থেকে বেঁচে থাকা
আল্লাহ বলেন:
"যারা অশ্লীল কাজ ও মন্দ কথা থেকে বিরত থাকে।"৯
জান্নাতি ব্যক্তির জিহ্বা সবসময় পবিত্র থাকে এবং সে অন্যের বদনাম বা গীবত করে না।কাউকে কটাক্ষ বা হেয় করে কথা বলে না।

৭. ধৈর্য ও আল্লাহর প্রতি ভরসা
আল্লাহ বলেন:
"নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদের তাদের প্রতিফল দেওয়া হবে সীমাহীনভাবে।"১০
জান্নাতি ব্যক্তি জীবনের প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও ধৈর্য ধারণ করে এবং আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখে।কখনো আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় না।

৮. সতর্ক ও আল্লাহভীরু জীবনযাপন
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"মুত্তাকিরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে।"১১
জান্নাতি ব্যক্তিরা যাবতীয় হারাম কাজ থেকে দূরে থাকে এবং প্রতিটি কাজেই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করে।

৯. সুন্দর ব্যবহার ও নম্রতা
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যার চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর।"১২
জান্নাতি ব্যক্তি সবসময় অন্যদের সঙ্গে নম্র ও সৌজন্যপূর্ণ আচরণ করে।কখনো কটুকথা বলে না।

১০. পরিবার ও সমাজের প্রতি দায়িত্বশীলতা
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম, যে তার পরিবারের জন্য উত্তম।"১৩

জান্নাতি ব্যক্তি তার পরিবার ও সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল এবং তাদের কল্যাণে কাজ করে।তাছাড়া হাদিসে আর যে আত্নীয়তা সম্পর্ক ছিন্ন করে তার জন্য জান্নাত হারাম বলা হয়েছে।

১১. আমানতদারি (বিশ্বাসযোগ্যতা)

আল্লাহ বলেন:

"যারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।"১৪

জান্নাতি ব্যক্তি সব সময় আমানত রক্ষা করে এবং যথাযথ দায়িত্ব পালনে সচেতন থাকে।

১২. প্রতিশ্রুতি রক্ষা

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"মুনাফিকের তিনটি লক্ষণ আছে: কথা বললে মিথ্যা বলে, অঙ্গীকার করলে ভঙ্গ করে এবং আমানত রাখা হলে খেয়ানত করে।"১৫

একজন জান্নাতি ব্যক্তি প্রতিশ্রুতি রক্ষায় সর্বদা সচেষ্ট এবং কোনো অবস্থাতেই তা ভঙ্গ করে না।

১৩. দীন সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ও তার উপর আমল

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"যে ব্যক্তি দীন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য চেষ্টা করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।"১৬

জান্নাতি ব্যক্তি সব সময় আল্লাহর হুকুম ও রাসুলের (সা.) সুন্নাহ অনুসারে জীবনযাপন করার চেষ্টা করে।

১৪. ন্যায়পরায়ণ ও পক্ষপাতহীনতা

আল্লাহ বলেন:

"তোমরা ন্যায়ের সঙ্গে সাক্ষ্য প্রদান করো, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা বাবা-মা ও আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে হয়।"১৭

জান্নাতি ব্যক্তি সৎ ও পক্ষপাতহীন হয়ে ন্যায়ের পক্ষে কাজ করে।কখনো অন্যায়ের সাথে আপোস করে না।

১৫. সন্তুষ্টি ও কৃতজ্ঞতা

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"ধন-সম্পদে সন্তুষ্ট ব্যক্তি প্রকৃত ধনী।"১৮

জান্নাতি ব্যক্তি আল্লাহর দেওয়া নেয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞ থাকে এবং অল্পতেই সন্তুষ্ট হয়।অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে,‘যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় কর, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের (নেয়ামত) বাড়িয়ে দেবো, আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, নিশ্চয়ই আমার আজাব বড় কঠিন।’ (সুরা ইবরাহিম : আয়াত ০৭)

১৬. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অর্ধেক।"১৯

জান্নাতি ব্যক্তি শারীরিক, মানসিক এবং পরিবেশগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় গুরুত্ব দেয়।নাপাকি স্থানে দুষ্টু জিন-শয়তান আশ্রয় নেয়।

১৭. সতর্ক ও সংযমী জীবনযাপন

আল্লাহ বলেন:

"তারা যখন ব্যয় করে, অপচয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না।"২০

জান্নাতি ব্যক্তি ব্যয়, খাদ্য, কথাবার্তা এবং সময় ব্যবহারে সংযমী।অপচয়ও করে না আবার অপব্যায়ও করে না বরং সর্বদা মিতব্যয়ী থাকে।

১৮. সদুপদেশ গ্রহণ ও দেওয়া

আল্লাহ বলেন:

"তারা একে অপরকে সত্য ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।"২১

জান্নাতি ব্যক্তি অন্যকে ভালো কাজে উৎসাহিত করে এবং নিজেও ভালো পরামর্শ গ্রহণ করে।এতে সে আমলকারীর সমসওয়াব প্রাপ্ত হয় কিন্তু এতে আমলকারীর সওয়াবের কমতি হয় না।

১৯. অহংকার ও আত্মগরিমা থেকে মুক্ত থাকা

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"যার অন্তরে সামান্য অহংকারও থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"২২

জান্নাতি ব্যক্তি বিনয়ী ও নম্র থাকে এবং অহংকার থেকে দূরে থাকে এবং এক আল্লাহ ছাড়া কারো সামনে মাথানত করে না।

২০. আল্লাহর প্রতি গভীর ভালোবাসা ও তাওয়াক্কুল

আল্লাহ বলেন:

"যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট।"২৩

আল্লাহ আরও বলেন:

"আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।"২৪
জান্নাতি ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি গভীর আশাবাদী থাকে, এমনকি কঠিন সময়েও।কখনো আশাহত হয় না।
জান্নাতি ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি অগাধ ভালোবাসা ও পূর্ণ নির্ভরশীলতা রাখে।বিপদে-আপদে সরবসময়ে ধৈর্যধারণ করে।

২১. আল্লাহর জিকিরে ব্যস্ত থাকা
আল্লাহ বলেন:
"যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে।"২৫
জান্নাতি ব্যক্তি সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাঁর নির্দেশ মেনে চলে।অন্যত্র এসেছে,"জেনে রেখো আল্লাহর স্মরণেই অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে"২৬

২২. আত্মসমালোচনা ও তওবার প্রতি আগ্রহী
আল্লাহ বলেন:
"যে ব্যক্তি তওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে, আল্লাহ তার মন্দ কাজগুলোকে ভালো কাজ দিয়ে পরিবর্তন করে দেবেন।"২৭
জান্নাতি ব্যক্তি নিজের ভুলত্রুটি স্বীকার করে এবং নিয়মিত তওবা করে।তার সমস্ত কাজের একটাই লক্ষ্য থাকে যেটি হলো মহান আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি অর্জন।
২৩. শত্রুর প্রতি দয়া ও কল্যাণকামী হওয়া
আল্লাহ বলেন:
"মন্দের প্রতিদান উত্তম কাজ দ্বারা দাও। তাহলে সে তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হবে।"২৮
জান্নাতি ব্যক্তি এমনকি শত্রুর প্রতিও দয়া প্রদর্শন করে এবং তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে।যেমনটা করেছিলেন আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাঃ,তায়েফের রক্তাক্ত হয়েও উনি ক্ষমার অপার সৌন্দর্য দেখিয়েছেন।

২৪. অহেতুক বিতর্ক এড়িয়ে চলা
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"যে ব্যক্তি বিতর্ক পরিহার করবে, আমি তার জন্য জান্নাতের মাঝে একটি ঘর নিশ্চিত করব।"২৯
জান্নাতি ব্যক্তি অহেতুক ও ক্ষতিকর বিতর্কে জড়ায় না।বরং হেকমত অবলম্বন করে যেকোনো সমস্যার সমাধান করে দেয়।

২৫. আল্লাহর দেওয়া পরীক্ষায় ধৈর্য ধরা
আল্লাহ বলেন:

"নিশ্চয়ই আমি ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছি।"৩০
এই গুণাবলি অর্জন করলে একজন ব্যক্তি নিজের জীবনে জান্নাতি আখলাক গড়ে তুলতে পারে এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারে।

২৬. সন্তানের প্রতি মমতা ও দায়িত্ববোধ
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"তোমাদের প্রত্যেকেই রক্ষক, এবং প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের জন্য জবাবদিহি করবে।"৩১
জান্নাতি ব্যক্তি সন্তান ও পরিবারের প্রতি মমতা ও দায়িত্বশীলতার আচরণ করে।

২৭. প্রতিবেশীর প্রতি সদাচরণ
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"যে ব্যক্তি তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"৩২
জান্নাতি ব্যক্তি প্রতিবেশীর প্রতি সদয় আচরণ করে এবং তাদের বিপদে পাশে দাঁড়ায়।প্রতিবেশীর হক আদায় করা ফরজ।

২৮. আলোচনা ও পরামর্শে উন্মুক্ত মনোভাব
আল্লাহ বলেন:
"তারা তাদের বিষয়ে পরামর্শ করে।"৩৩
জান্নাতি ব্যক্তি অন্যের মতামত গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করে এবং পরামর্শের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয়।

২৯. পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার এবং দায়িত্বশীলতা
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার পরিবারের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করে।"৩৪
জান্নাতি ব্যক্তি পরিবারের সদস্যদের প্রতি যত্নশীল এবং তাদের প্রয়োজন পূরণে আন্তরিক।
রাসুলুল্লাহ (সা.) আরও বলেছেন:
"তোমাদের প্রত্যেকেই রক্ষক, এবং প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের জন্য জবাবদিহি করবে।"৩৫
জান্নাতি ব্যক্তি তার স্ত্রী, সন্তান, এবং পরিবারের বাকি সদস্যদের জন্য দায়িত্বশীল ও সৎ অভিভাবক হয়।

৩০. আল্লাহর রাস্তায় ধৈর্য ধরে চলা
আল্লাহ বলেন:
"তারা তাদের প্রভুর সন্তুষ্টি লাভের জন্য ধৈর্য ধরে এবং নামাজ প্রতিষ্ঠা করে।"৩৬
জান্নাতি ব্যক্তি জীবনের কঠিন সময়েও ধৈর্য ধরে আল্লাহর পথে অটল থাকে।

৩১. অন্যের প্রতি হিংসা থেকে মুক্ত থাকা

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"তোমরা একে অপরের প্রতি হিংসা করো না।"৩৭
জান্নাতি ব্যক্তি অন্যের সাফল্যে হিংসা করে না; বরং তাদের জন্য কল্যাণ কামনা করে।
হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসুল (সা.) বলেছেন, 'তোমরা হিংসা-বিদ্বেষ করা থেকে বেঁচে থাকো। কেননা হিংসা নেক আমলকে সেভাবে খেয়ে ফেলে যেভাবে আগুন কাঠকে জ্বালিয়ে নিঃশেষ করে দেয়'- ৩৮
হিংসা বিদ্বেষ থেকে বেঁচে থাকা অতীব জরুরী।

৩২. আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করা
আল্লাহ বলেন:
"তারা বলে, হে আমাদের প্রভু! আপনি এসব নিরর্থক সৃষ্টি করেননি।"৩৯
জান্নাতি ব্যক্তি আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর কুদরতের প্রশংসা করে।
এবং আল্লাহর ইবাদতের মাহাত্ম্য অনুধাবন করতে সক্ষম হয়।

৩৩. অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি ন্যায্যতা ও সদাচরণ
আল্লাহ বলেন:
"যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের ভূমি থেকে তোমাদের বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি সদাচরণ করো।"৪০
জান্নাতি ব্যক্তি অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও ন্যায়ের পথে থাকে।অযথা কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করে না।

৩৪. মুমিনদের জন্য দোয়া করা
আল্লাহ বলেন:
"তারা বলে, হে আমাদের প্রভু! আমাদের এবং আমাদের পূর্ববর্তী ভাইদের জন্য ক্ষমা করুন।"৪১
হজরত উম্মুদ দারদা (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলতেন, এক মুসলমান যখন অপর মুসলমানের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দোয়া করে তখন তা কবুল করা হয়। তার মাথার কাছে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করে দেওয়া হয়। যখনই সে অপর মুসলমানের জন্য কল্যাণের দোয়া করে তখনই সেই ফেরেশতা বলে, আমীন, তোমাকেও যেন অনুরূপ দান করা হয়। ৪২-
জান্নাতি ব্যক্তি নিজের জন্য দোয়া করার পাশাপাশি অন্য মুমিনদের জন্যও কল্যাণ কামনা করে।

৩৫. অহেতুক হাসি-তামাশা ও খেয়ালিপনা থেকে দূরে থাকা

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"অতিরিক্ত হাসি হৃদয়কে মেরে ফেলে।"৪৩
জান্নাতি ব্যক্তি সময়কে সঠিকভাবে ব্যবহার করে এবং অহেতুক সময় নষ্ট করে না।তবে হ্যাঁ ইসলামি সংস্কৃতির সংস্পর্শে থেকে জীবনকে উপভোগ করে।যেথায় শরীয়তের কোনো বিধিবিধান লঙ্ঘন হয় না।

৩৬.মুমিনদের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক বজায় রাখা
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"এক মুমিন আরেক মুমিনের জন্য ইটের মতো; তারা একে অপরকে শক্তিশালী করে।"৪৪
জান্নাতি ব্যক্তি অন্য মুমিনদের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ ও সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখে।মুমিনগণ একে অন্যের ভাই ভাই।বিপদে আপদে সবসময় এগিয়ে আসে।

৩৭. প্রকৃতির যত্ন নেওয়া এবং পরিবেশ রক্ষা করা
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"যে ব্যক্তি একটি গাছ লাগায় এবং তা যত্ন নেয়, তা তার জন্য সদকা হিসেবে গণ্য হয়।"৪৫
জারির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করে না, আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহ করেন না।’৪৬
জান্নাতি ব্যক্তি পরিবেশ ও আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি অবশ্যই যত্নবান হয়।

৩৮. সুন্দর কথা বলা
আল্লাহ বলেন:
"মানুষের সঙ্গে সদ্ভাব ও সুন্দরভাবে কথা বলো।"৪৭
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"তোমাদের কেউ যদি ভালো কথা বলতে না পারে, তবে যেন চুপ থাকে।"৪৮
জান্নাতি ব্যক্তি সবসময় ভালো কথা বলে এবং অন্যের মনে আঘাত দেয় না।প্রয়োজনে চুপ থাকে তবুও কাউকে কষ্ট দেয় না।

৩৯. দুঃখ-কষ্টে অন্যকে সান্ত্বনা দেওয়া
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"যে ব্যক্তি কোনো মুমিনের দুঃখ দূর করে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দুঃখ দূর করবেন।"৪৯
জান্নাতি ব্যক্তি অন্যের দুঃখ-কষ্টে পাশে দাঁড়ায় এবং সান্ত্বনা দেয়।কখনো তাদের এড়িয়ে চলতে পারে না।

৪০.আলোর দিশারী হওয়া

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"তোমরা কল্যাণের দিকে আহ্বান করো এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখো।"৫০
জান্নাতি ব্যক্তি সমাজে আলোর দিশারী হয়ে কাজ করে এবং অন্যকে সৎ পথে ডাকে।

উপসংহারঃ জান্নাতি আখলাক গড়ে তোলার জন্য কুরআন-হাদিসের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রথমিকভাবে এই গুণাবলিগুলোর অবশ্যই চর্চা করা প্রয়োজন। এগুলো অর্জনের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি পার্থিব ও পরকালীন জীবনে সফল হতে পারে।মৌলিকভাবে এই গুণগুলো একজন মানুষের ব্যক্তিত্বকে পরিপূর্ণ করে এবং তাকে আল্লাহ ও মানুষের কাছে প্রিয় করে তুলবে বলে আশা করা যায় ।এগুলো চর্চা করলে একজন ব্যক্তি কেবল জান্নাতের জন্য উপযুক্ত হবে না, বরং দুনিয়াতেও আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে এবং সমাজে সম্মানিত হবে।

ফুটনোটঃ
১.সূরা আল-কলম: ৪
২.সূরা কাহফ: ১০৭
৩.সহিহ মুসলিম: ২৬০৭
৪.সূরা নিসা: ৫৮
৫.সূরা বাকারা: ২৭৩
৬.সূরা আদ-দাহর: ৮
৭.সূরা আলে ইমরান: ১৩৪
৮.সহিহ মুসলিম: ২৫৯৪
৯.সূরা মুমিনুন: ৩
১০.সূরা আজ-জুমার: ১০
১১.তিরমিজি: ২৫১৭
১২.সহিহ বুখারি: ৬০২৯
১৩.তিরমিজি: ৩৮৯৫
১৪.সূরা মুমিনুন: ৮
১৫.সহিহ বুখারি: ৩৩
১৬.সহিহ মুসলিম: ২৬৯৯
১৭.সূরা নিসা: ১৩৫
১৮.তিরমিজি: ২৩৭৩
১৯.সহিহ মুসলিম: ২২৩
২০.সূরা ফুরকান: ৬৭
২১.সূরা আসর: ৩
২২.সহিহ মুসলিম: ৯১

২৩.সূরা তালাক: ৩
২৪.সূরা যুমার: ৫৩
২৫.সূরা আলে ইমরান: ১৯১
২৬.সূরা আর রাদ: ২৮
২৭.সূরা ফুরকান: ৭০
২৮.সূরা ফুসসিলাত: ৩৪
২৯.সুনান আবু দাউদ: ৪৮০০
৩০.সূরা বাকারা: ১৫৩
৩১.সহিহ বুখারি: ৮৯৩
৩২.সহিহ বুখারি: ৬০১৬
৩৩.সূরা আশ-শূরা: ৩৮
৩৪.তিরমিজি: ৩৮৯৫
৩৫.সহিহ বুখারি: ৮৯৩
৩৬.সূরা রা'দ: ২২
৩৭.সহিহ বুখারি: ৬০১১
৩৮.সুনানে আবু দাউদ : ৪৯০৫
৩৯.সূরা আলে ইমরান: ১৯১
৪০.সূরা মুমতাহিনা: ৮
৪১.সূরা হাশর: ১০
৪২.সহিহ মুসলিম, হাদিস: ৮৬
৪৩.তিরমিজি: ২৩১৭
৪৪.সহিহ বুখারি: ২৪৪৬
৪৫.মুসনাদ আহমদ: ১২৩০৩
৪৬.সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬০১৩
৪৭.সূরা বাকারা: ৮৩
৪৮.সহিহ বুখারি: ৬০১৮
৪৯.সহিহ মুসলিম: ২৬৯৯
৫০.তিরমিজি: ২১৭২

যাদের উপর জান্নাত হারাম

১.কাফেরদের উপর
আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, “(হাশরের ময়দানে ইব্রাহীম (‘আ.) তাঁর পিতার সাক্ষাৎ পেয়ে বলবেন, ইয়া রব! আপনি আমার সঙ্গে ওয়া‘দা করেছেন যে, ক্বিয়ামাতের দিন আমাকে লাঞ্ছিত করবেন না। আল্লাহ্ তা’আলা বলবেন, আমি কাফিরদের উপর জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন।”১

২.সর্বদা মদ্যপানকারী

অন্য বর্ণনায় আছে,

ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِمْ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُّ وَالدَّيُّوثُ الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخُبْثَ

“তিন শ্রেণীর লোকের জন্য আল্লাহ তাবারাকা অতাআলা জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। অব্যাহতভাবে মদ পানকারী, পিতা-মাতার অবাধ্যজন এবং এমন বেহায়া, যে তার পরিবারের অশ্লীলতাকে মেনে নেয়।”২

৩.পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান ও

৪.পরিবারে বেপর্দার সুযোগ দানকারী (দাইয়্যুস)

ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, “তিন শ্রেণীর লোকের প্রতি আল্লাহ তা’আলা জান্নাত হারাম করেছেন। (১) সর্বদা মদপানকারী, (২) পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান ও (৩) পরিবারে বেপর্দার সুযোগ দানকারী (দায়ূছ)”৩

৫.আত্মহত্যাকারী

হাজ্জাজ ইব্‌নু মিন্‌হাল (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ

জারীর ইব্‌নু হাযিম (রহঃ) আমাদের হাদীস শুনিয়েছেন হাসান (রহঃ) হতে, তিনি বলেন,“জুন্‌দাব (রাঃ) এই মসজিদে আমাদের হাদীস শুনিয়েছেন আর তা আমরা ভুলে যাইনি এবং আমরা এ আশংকাও করিনি যে, জুন্‌দাব (রাঃ) নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নামে মিথ্যা বলেছেন। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তির (দেহে) যখম ছিল, সে আত্মহত্যা করল। তখন আল্লাহ তা’আলা বললেন, আমার বান্দা তার প্রাণ নিয়ে আমার সাথে তাড়াহুড়া করল। আমি তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিলাম।”৪

৬.ধোঁকাবাজ শাসক

আবূ য়্যা’লা মা’ক্বিল ইবনে য়্যাসার (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, “কোন বান্দাকে আল্লাহ কোন প্রজার উপর শাসক বানালে, যেদিন সে মরবে সেদিন যদি সে প্রজার প্রতি ধোঁকাবাজি ক’রে মরে, তাহলে আল্লাহ তার প্রতি জান্নাত হারাম ক’রে দেবেন।”৫

অন্য এক বর্ণনায় আছে, “অতঃপর সে (শাসক) তার হিতাকাঙ্ক্ষীতার সাথে তাদের অধিকারসমূহ রক্ষা করল না, সে জান্নাতের সুগন্ধটুকুও পাবে না।”৬

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, “যে কোন আমীর মুসলমানদের দেখাশুনার দায়িত্ব নিল, অতঃপর সে তাদের (সমস্যা দূর করার) চেষ্টা করল না এবং তাদের হিতাকাঙ্ক্ষী হল না, সে তাদের সঙ্গে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।”৭

৭.দান করে খোঁটাদানকারী ব্যাক্তি

ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, “---আর তিন ব্যক্তি জান্নাত ে যাবে না; পিতা-মাতার নাফরমান ছেলে, মদপানে অভ্যাসী মাতাল এবং দান করার পর যে বলে ও গর্ব করে বেড়ায় এমন খোঁটাদানকারী ব্যক্তি।”৮

৮.মুত্রথলিতে মদের কিছু পরিমাণ মারা যাওয়া ব্যাক্তি

আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, “মদ যাবতীয় নোংরামির মূল। যে কেউ তা পান করবে, তার ৪০ দিনের নামায কবুল হবে না। যে ব্যক্তি তার মূত্রথলিতে ঐ মদের কিছু পরিমাণ রাখা অবস্থায় মারা যাবে, তার জন্য জান্নাত হারাম হয়ে যাবে এবং যে কেউ তা নিজ পেটে রেখে মারা যাবে, সে জাহেলী যুগের মরণ মরবে।”৯

৯.অন্যকে পিতা হিসেবে দাবী করা ব্যাক্তি

সা’দ ও আবূ বাক্‌র (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

“মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে আমার দুই কান শুনেছে এবং আমার অন্তর স্মরণ রেখেছে যে, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি আপন পিতা ছাড়া অন্যকে পিতা বলে মেনে নেয় অথচ সে জানে যে, সে তার পিতা নয়, তার জন্য জান্নাত হারাম ।”১০

১০.মুসলিম জনসাধারণের দায়িত্ব নিয়ে দায়িত্ব খিয়ানতকারী ব্যাক্তি

মা’কিল ইব্‌নু ইয়াসার থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, “আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি মুসলিম জনসাধারণের দায়িত্ব লাভ করল এবং তাঁর মৃত্যু হল এ হালতে যে, সে তার বিষয়ে ছিল খিয়ানতকারী, তাহলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন।”১১

১১.কোন মুসলিম ব্যক্তির অধিকার নিজ কসম দ্বারা আত্মসাৎ করা ব্যাক্তি

আবূ উমামাহ ইয়াস ইবন সা’লাবাহ হারেসী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃরাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি কোন মুসলিম ব্যক্তির অধিকার নিজ কসম দ্বারা আত্মসাৎ করবে, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামের আগুন ওয়াজেব ক’রে দেবেন এবং তার উপর জান্নাত হারাম ক’রে দেবেন।” এ কথা শুনে তাঁকে এক ব্যক্তি বলল, ‘হে আল্লাহর

রসূল! যদি তা সামান্য জিনিস হয় তবুও?’ তিনি বললেন, “যদিও পিল্লু গাছের একটি ডালও হয়।”১২

১২.আকারণে কোন চুক্তিবদ্ধ ব্যাক্তিকে হত্যা করা ব্যাক্তি

আবু বাকরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃতিনি বলেন, “রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: যে ব্যাক্তি আকারণে কোন চুক্তিবদ্ধ ব্যাক্তিকে হত্যা করবে, তার জন্য আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দিবেন।”১৩

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃঅনেক সময় ধমকী স্বরূপ সরাসরি পাপের তীব্র শাস্তি হিসেবে জান্নাত হারাম বলা হয়েছে,তবে কাবীরাহ গুনাহের জন্য জান্নাত হারাম হয় না বরং শিরকে আকবার ও কুফরী অবস্থায় বিনা তাওবায় মারা গেলে জান্নাত হারাম হয়।

ফুটনোট:

১.সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৪৭৬৯

২.আহমাদ ৫৩৭২, ৬১১৩

৩.নাসাঈ, মিশকাত হা/৩৬৫৫

৪.সহিহ বুখারী, হাদিস নং ১৩৬৪

৫.বুখারী ৭১৫১, মুসলিম ৩৮০, ৪৮৩৪ নং

৬.বুখারী,৭১৫০

৭.মুসলিম ৩৮৩, ৪৮৩৬ নং

৮.আহমাদ ৬১৮০, নাসাঈর কুবরা ২৩৪৩, হাকেম ২৫৬২, সহীহুল জামে’৩০৭১

৯.ত্বাবারানী ১৫৪৩, দারাক্বুত্বনী ৪/২৪৭, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৬৯৫

১০.সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১২৩

১১.সহীহ বুখারী ৬৯২, ৭১৭৫, আবূ দাউদ ৫৮৮

১২.মুসলিম ১৩৭, নাসায়ী ৫৪১৯, ইবনু মাজাহ ২৩২৪, আহমাদ ২১৩৬, মুওয়াত্তা মালিক ১৪৩৫, দারেমী ২৬০৩

১৩.সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ২৭৬০

কুফর-এক পথভ্রষ্টতার নাম

শান্তির ধর্ম ইসলাম।যেখানে কোনো বাড়াবাড়ির প্রশ্ন নেই কিংবা কমাকমিও শোভা পায় না।বাড়াবাড়ি-কমাকমির প্রশ্ন আসলেই শিরক কিংবা বিদায়াতের প্রশ্নে চলে যায়।আর এই ইসলামের সর্বোত্তম আদর্শ রয়েছে প্রিয়নবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনিতে। তিনি যেটা করেছেন আমাদেরও ততটুকুওই করতে হবে এবং তিনি যা করেন নি তা থেকে নিজেদের বিরত রাখতে হবে।

ইতিহাস ঘাটলে বোঝা যায় সকল মানুষের অধঃপতনের জন্য শুধুমাত্র অতিভক্তি কিংবা ভক্তিহীনতাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দায়ী।হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রে দেখা যায়,অতিভক্তির ফলস্বরুপ তারা একাধিক দেবতার পূজা করে থাকে।অথচ এক ইলাহই যে সর্বগুণের অধিকারী তারা সেটা মানতে পারে না।এক আল্লাহর সাথে অন্য দেবতাদের এই ভক্তির অপর নামই আল্লাহর সাথে কাউকে সমকক্ষ মনে করা।এক আল্লাহকে তারা তাদের রব হিসেবে মানে না।বরঞ্চ অবিস্বাস করে।অর্থাৎ কুফুরী করে।الكُفْرُ শব্দটি অবিশ্বাস, অস্বীকার, অকৃতজ্ঞতা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। শব্দটির মূল অর্থ 'আবৃত করা'।

একইভাবে খ্রিস্টানদের ক্ষেত্রে আল্লাহ বলেন,অবশ্যই তারা কুফরী করেছে, যারা বলেছে, 'নিশ্চয় আল্লাহ হচ্ছেন মারইয়াম পুত্র মাসীহ'1।ইসলাম এবং নবিজির ইজ্জত রক্ষার্থে যেমন বদর-উহুদ সহ প্রত্যেকটা স্থানে আল্লাহর সাহায্য এসেছে ঠিক তেমনি ইসা আঃ এর ইজ্জত রক্ষার্থে আল্লাহই উনাকে আল্লাহর হেফাজতে নিয়ে গিয়েছেন।অথচ ওই আয়াতের পরের লাইনেই ইসা আঃ পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে,**"**আর মাসীহ বলেছে, 'হে বনী ইসরাঈল, তোমরা আমার রব ও তোমাদের রব আল্লাহর ইবাদাত কর**"**

সর্বকালেই দেখা যায় আল্লাহ তাদেরকে বেশি ভালোবাসেন যাদের অন্তরে তাকওয়া বিদ্যামান।যুগে যুগে নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন মানবজাতির হেদায়েতের পথ দেখানোর জন্য।আর এই নবী রাসূল হিসেবে যাদের পাঠিয়েছেন নিশ্চয়ই তারা তাকওয়ার দিক দিয়ে সর্বোত্তম।ঠিক সেই আল্লাহর এবাদতের কথাই ঈসা আঃ বনী ইসরাইলদের শিক্ষা দিয়েছেন। সবকিছুর অধিপতি যখন এক আল্লাহ তখন যেকোনো কিছু হতে উনার এক ইশারাই তো যথেষ্ট হয়ে উঠে।সেটাকে নিয়ে প্রশ্নবিদ্ধ করা চরম মূর্খতা।যারাই তুলেছে তাদের পরিনতি হয়েছে অতি ভয়াবহ।**"**নিশ্চয় যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, তার উপর অবশ্যই আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন এবং তার ঠিকানা আগুন। আর যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।**"**

"আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃনবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তিনটি গুণ যার মধ্যে বিদ্যমান, সে ঈমানের স্বাদ পায়-(১) যার নিকট আল্লাহ ও তাঁর রসূল অন্য সকল বস্তু হতে অধিক প্রিয়;

(২) যে একমাত্র আল্লাহরই জন্য কোন বান্দাকে ভালবাসে এবং

(৩) আল্লাহ তা'আলা কুফর হতে মুক্তি প্রদানের পর যে কুফর -এ প্রত্যাবর্তনকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হবার মতোই অপছন্দ করে।**"**

প্রসঙ্গত আরও একটি স্পষ্ট কুরআনের আয়াত বলে রাখা ভালো যে,**"**আর যারা কুফরী করেছে, তারা বলে, 'তার নিকট তার রবের পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন কেন নাযিল হয় না'? বল, 'নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যে তাঁর অভিমুখী হয়, তাকে তিনি তাঁর দিকে পথ দেখান**"**।

সূরা আল-মায়িদাহ- ৫:৭২
সহিহ বুখারী, হাদিস নং ২১
সূরা আর রাদ- ১৩:২৭

পথভ্রষ্টতার পরিনাম

"হে বনী আদম, শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে, যেভাবে সে তোমাদের পিতা-মাতাকে জান্নাত থেকে বের করেছিল; সে তাদের পোশাক টেনে নিচ্ছিল, যাতে সে তাদেরকে তাদের লজ্জাস্থান দেখাতে পারে। নিশ্চয় সে ও তার দলবল তোমাদেরকে দেখে যেখানে তোমরা তাদেরকে দেখ না। নিশ্চয় আমি শয়তানদেরকে তাদের জন্য অভিভাবক বানিয়েছি, যারা ঈমান গ্রহণ করে না।"1

"আর তখন জান্নাতবাসীরা জাহান্নামবাসীদেরকে (উপহাস করে) বলবেঃ আমাদের রাব্ব যেসব অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে দিয়েছিলেন, আমরা বাস্তবে তা সত্য রূপে পেয়েছি, তোমরাও কি তোমাদের রাব্বের ও'য়াদা সত্য ও বাস্তব রূপে পেয়েছো? তখন তারা বলবেঃ হ্যাঁ পেয়েছি। অতঃপর জনৈক ঘোষক ঘোষণা করবে, যালিমদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত।"2

"আর আগুনের অধিবাসীরা জান্নাতের অধিবাসীদেরকে ডেকে বলবে, 'আমাদের উপর কিছু পানি অথবা তোমাদেরকে আল্লাহ যে রিযক দিয়েছেন, তা ঢেলে দাও'। তারা বলবে, 'নিশ্চয় আল্লাহ তা কাফিরদের উপর হারাম করেছেন'।"3

"আর এভাবেই আমি তোমার ওপর আরবী ভাষায় কুরআন নাযিল করেছি যাতে তুমি মূল জনপদ ও তার আশপাশের বাসিন্দাদেরকে সতর্ক করতে পার, আর যাতে 'একত্রিত হওয়ার দিন' এর ব্যাপারে সতর্ক করতে পার, যাতে কোন সন্দেহ নেই, একদল থাকবে জান্নাতে আরেক দল জ্বলন্ত আগুনে।"4

"নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন। যার নিম্নদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হয়। কিন্তু যারা কুফরী করে তারা ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে এবং তারা আহার করে যেমন চতুষ্পদ জন্তুরা আহার করে। আর জাহান্নামই তাদের বাসস্থান।"5

"ইব্‌নু 'উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃরাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমাদের কোন ব্যক্তির মৃত্যু হলে, (কবরে) প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় তার জান্নাত অথবা জাহান্নামের ঠিকানা তার সামনে পেশ করা হয়। এবং বলা হয় যে, এই হলো তোমার ঠিকানা

তোমার পুনরুত্থান পর্যন্ত (এটা তোমার সামনে পেশ করা হতে থাকবে)।(আধুনিক প্রকাশনী- ৬০৬৫, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৬০৭১)”।6

“এক দলকে তিনি হিদায়াত দিয়েছেন এবং আরেক দলের উপর পথভ্রষ্টতা সাব্যস্ত হয়েছে। নিশ্চয় তারা শয়তানদেরকে আল্লাহ ছাড়া অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছে। আর তারা মনে করে যে, নিশ্চয় তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত।”7

“আবদুর রহমান ইবনে আবযা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ
দাউদ (আবু দাউদ) বলেছেনঃ ইয়াতীমের জন্য দয়ার্দ্র পিতৃতুল্য হও এবং জেনে রাখো! তুমি যেরূপ বপন করবে সেইরূপ কর্তন করবে। প্রাচুর্যের পর দরিদ্রতা কতই না মন্দ! তার চাইতেও মন্দ হলো হেদায়াত লাভের পর পথভ্রষ্টতা । তুমি কোন সঙ্গীর সাথে ওয়াদা করলে তা অবশ্যই পূর্ণ করবে। নতুবা তাতে তোমার ও তার মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি হবে। এমন বন্ধু থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করো, (বিপদে) যাকে স্মরণ করলে সে তোমাকে সাহায্য করবে না এবং তুমি তাকে ভুলে গেলে সে তোমাকে স্মরণ করবে না।”৪

“আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি কাউকে সৎ পথের দিকে আহ্বান করে, তার জন্য সেই পরিমাণ ছওয়াব রয়েছে, যা তার অনুসারীদের জন্য রয়েছে। অথচ এতে তাদের নিজস্ব ছওয়াবে কোনরূপ কমতি হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কাউকে পথভ্রষ্টতা র দিকে আহ্বান করে, তার জন্যও ঠিক সেই পরিমাণ গোনাহ রয়েছে, যা তার অনুসারীদের জন্য রয়েছে। অথচ তাদের নিজস্ব গোনাহে কোনরূপ কমতি হবে না।”9

“এরবায বিন সারিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ
তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ “(ধর্মের মাঝে) নতুন কিছু সৃষ্টি করা থেকে তোমরা সাবধান! কেননা প্রত্যেক নতুন সৃষ্টি পথভ্রষ্টতা ।”
(আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, ইবনু হিব্বান হাদীছটি বর্ণনা করেছেন)”10

শিক্ষাঃ
১.যারা ইমান গ্রহণ করে না তাদের অভিভাবক শয়তান।
২.শয়তানের প্ররোচনা থেকে সদা সতর্ক থাকা জরুরী।৩.জান্নাতে যাওয়ার মূল অন্তরায় শয়তানের প্ররোচনা।
৪.কাউকে পুরোপুরি পরীক্ষা ব্যাতিত তার উপর জান্নাত কিংবা জাহান্নাম নির্ধারণ করা হবে না।নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য।
৫.যালিমদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত।

৬.কাফিরদের জন্য জান্নাত হারাম।
৭.আল্লাহ আরবী ভাষায় কুরআন নাযিল করেছেন আমাদের সকলের বোঝার সুবিধার্থে।
৮.যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন।
৯.যারা কুফরী করে,তারা ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে।
১০.নিশ্চয়ই কবরের আযাব সত্য।মানুষ কবরস্থ হওয়ার পর তার ঠিকানা জান্নাত নাকি জাহান্নাম তা সে ভালোভাবেই বুঝতে পারে।
১১.যারা শয়তানদেরকে আল্লাহ ছাড়া অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছে তারা নিজেদের হিদায়াতপ্রাপ্ত মনে করলেও প্রকৃত অর্থে তারা পথভ্রষ্ট।
১২.ইয়াতীমের জন্য দয়ার্দ্র এবং পিতৃতুল্য হতে হবে অর্থাৎ তাদের প্রতি আমাদের দায়িত্ববোধ থাকা অতীব জরুরী।
১৩.প্রাচুর্যের পর দরিদ্রতা যতটা মন্দ; তার চাইতেও মন্দ হলো হেদায়াত লাভের পর পথভ্রষ্টতা।
১৪.কোনোভাবেই ওয়াদা ভঙ্গ করা যাবে না।এতে শত্রুতার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে।এর জন্য ইসলামে ওয়াদা ভঙ্গকারীকে মুনাফিক সাব্যস্ত করা হয়েছে।
১৫.প্রকৃত তাকওয়াবানরা কখনো তার বন্ধুর বিপদাপদে সরে যায় না বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশার সার্বক্ষণিক তার বন্ধুর সহযোগিতায় প্রস্তুত থাকে।
১৫.অন্যকে ভালো কাজের আহ্বান করলে ওই আমলকারীর সমসওয়াব নিজের জন্য অর্জিত হয়।আর ওই আমল করার ক্ষেত্রে নিজের ঘাটতি থাকলে ততক্ষনাৎ আমলে আহ্বানকারীর আমল না করার শাস্তির কথা মাথায় আসলে তার জন্যও অনুশোচনা জাগ্রত হয়।
১৬.ইসলামে আমলের উদ্দেশ্যে নতুন কিছু সৃষ্টি করাও এক ধরনের পথভ্রষ্টতা।যা থেকে বিরত থাকা জরুরী।

1.Al-A'raf ৭:২৭
2.Al-A'raf ৭:৪৪
3.Al-A'raf ৭:৫০
4.Ash-Shura ৪২:৭
5.Muhammad ৪৭:১২
6.সহিহ বুখারী, ৬৫১৫
7.Al-A'raf ৭:৩০
8.আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং ১৩৭
9.মিশকাত হাদিস নং ১৫৮
10.সহিহ তারগিব ওয়াত তাহরিব, হাদিস নং ৫৫

রাসূলের দেখানো পথই উত্তম পথ

রাসূল (সা.) এর জীবন ছিল এক অনন্য, সুশৃঙ্খল এবং পরিপূর্ণ আদর্শ, যিনি কেবল মুসলমানদের জন্যই নয়, বরং সমগ্র মানবতার জন্য একটি চিরন্তন পথপ্রদর্শক। কুরআন ও হাদিসের আলোকে আমরা তাঁর জীবন থেকে শিখতে পারি, কীভাবে একজন মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে পারে এবং পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে।রাসূলের বাণীগুলো একটি অত্যন্ত গভীর এবং অনুপ্রেরণাদায়ক শিক্ষা যা আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আলোর পথ দেখায়।ইসলাম কায়েমে রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং তাঁর সাহাবীদের অবদান ছিল অসাধারণ এবং মানব ইতিহাসের অন্যতম উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। ইসলামের আলো ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তাঁরা নিজেদের জীবন, সম্পদ ও সময় সবকিছু উৎসর্গ করেছিলেন।

1.আল্লাহর একত্ববাদের প্রচার (তাওহীদের দাওয়াত):
রাসূল (সা.) প্রথম থেকেই মানুষের মধ্যে তাওহীদের বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন। তিনি মানুষের শিরক ও মূর্তিপূজার অবসান ঘটিয়ে আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন।
প্রমাণ: কুরআনে বলা হয়েছে,

“তুমি বলে দাও, আল্লাহই এক, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকে কেউ জন্ম দেয়নি। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।”১

2. আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস এবং সততা:
রাসূল (সা.) কখনো তাঁর ঈমান ও বিশ্বাসের বিষয়ে আপস করেননি। তাঁর জীবন ছিল আল্লাহর প্রতি এক অটুট আনুগত্যের প্রকাশ, যা আমাদেরকে প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে। তাঁর সততা ও অটল বিশ্বাসের কারণে তাঁকে "আল-আমীন" (বিশ্বস্ত) হিসেবে অভিহিত করা হয়েছিল। “ইমাম তিরমিজি” এবং “ইমাম মুসলিম”-এর বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, রাসূল (সা.) কখনো কোনো কৃত্রিমতা বা মিথ্যা ব্যবহার করতেন না। তাঁর কথা ও কাজে পরিপূর্ণ সততা ছিল।

3. নৈতিকতা ও আচার-ব্যবহার:
রাসূল (সা.) এর আচার-ব্যবহার ছিল পরিপূর্ণ সৌম্য ও কোমল। তিনি সর্বদা অল্প কথায়, তবে শালীনভাবে কথা বলতেন। তাঁর সঙ্গী বা অনুগামীদের সাথে সদয় ও দয়ালু আচরণ করতেন। কুরআনে বলা হয়েছে, "আর আমি তো আপনাকে শুধু দয়াময় হিসেবে প্রেরণ করেছি।"২

4. পরিবারের প্রতি দায়িত্বশীলতা:
রাসূল (সা.) এর জীবন ছিল এক আদর্শ স্বামী, পিতা এবং পরিবারের প্রধান। তিনি পরিবারের সদস্যদের প্রতি ছিলেন অশেষ মমতাপূর্ণ ও দায়িত্বশীল। তাঁর পরিবারে কখনও কোনো প্রকার

অশান্তি বা অবহেলা ছিল না, বরং তিনি সবার মধ্যে ন্যায়, সমবেদনা ও ভালোবাসা ছড়িয়ে দিতেন। “তোমরা নিজেদের পরিবারকে সৎ পথে পরিচালনা করো।” ৩

5. অধিকার ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা:

রাসূল (সা.) এর জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল ন্যায়বিচারের প্রতি তাঁর অগাধ আস্থা। তিনি কখনোই অন্যায়কে প্রশ্রয় দেননি, বরং সবসময় সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে ছিলেন। তাঁর আদর্শে, সমাজে সব মানুষের জন্য সমান অধিকার এবং মর্যাদার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তিনি বলতেন, "যে কোনো জাতি যদি একে অপরের অধিকার না দেয়, তবে তাদের পতন নিশ্চিত।"৪

রাসূল (সা.) একটি সাম্য, ন্যায় এবং পারস্পরিক ভালোবাসার সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যেখানে ধনী-গরিব,আরব-অনারব সবাই সমান মর্যাদায় ছিল।

প্রমাণ:

তিনি বিদায় হজের ভাষণে বলেন,

“একজন আরব অন্য অনারবের ওপর এবং একজন অনারব আরবের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখে না। শ্বেতাঙ্গের ওপর কৃষ্ণাঙ্গের এবং কৃষ্ণাঙ্গের ওপর শ্বেতাঙ্গের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্রেষ্ঠত্ব কেবল তাকওয়ার ভিত্তিতে।”৫

6. ঐক্য ও একতার প্রতিষ্ঠা:

রাসূল (সা.) মুমিনদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বদা কাজ করেছেন। তাঁর জীবনে কোনো বিভাজন বা মতানৈক্য ছিল না, বরং তিনি একে অপরকে সহযোগিতা ও সহমর্মিতার দিকে পরিচালিত করতেন। কুরআনে বলা হয়েছে, “তোমরা আল্লাহর বন্ধুরূপে ঐক্যবদ্ধ হও এবং বিভক্ত হয়ে যেও না।”৬

7. ক্ষমা ও দয়ার উদাহরণ:

রাসূল (সা.) ছিলেন এক মহাদয়ালু ব্যক্তি। তাঁর জীবনে ক্ষমা ও দয়ার অসীম উদাহরণ বিদ্যমান। তিনি শত্রুদেরকেও ক্ষমা করতেন এবং সদয় হয়ে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন।এমনকি তায়েফের ময়দানে এতো রক্তাক্ত হয়েও ক্ষমার অপার সৌন্দর্য দেখিয়েছেন।কুরআনে বলা হয়েছে, “আর তুমি তাদেরকে ক্ষমা করো, আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা করবেন।”৭

8. সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা:

রাসূল (সা.) এর জীবন ছিল সত্য ও ন্যায়ের এক অটুট প্রদর্শনী। তাঁর সকল কথা, কাজ এবং সিদ্ধান্ত ছিল ন্যায়ের পক্ষে, এবং তিনি কখনোই কোনো ধরনের অসত্য বা অন্যায়কে প্রশ্রয় দেননি। তিনি বলতেন, "সত্য কথা বলো, যদিও তা তোমার জন্য কষ্টকর হোক।"৮

৯.রাসূল (সা.) এর জীবনের নিখুঁত মানবিক আদর্শ:

রাসূল (সা.) এর জীবন ছিল এক বিশুদ্ধ আদর্শের প্রতিচ্ছবি। তাঁর আচার-ব্যবহার, কথা, কাজ—সবকিছুই ছিল নৈতিকতা ও শিষ্টাচারের এক অমোঘ উদাহরণ। কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, "নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর জীবনে রয়েছে উত্তম আদর্শ।"৯

১০.অবিচার ও শোষণের অবসান:

ইসলামের শিক্ষার মাধ্যমে তিনি সমগ্র সমাজে চলমান শোষণ, অবিচার, এবং নারীদের প্রতি বৈষম্যের অবসান ঘটিয়েছিলেন।

প্রমাণ: কুরআনে বলা হয়েছে,

"আমি আপনাকে পাঠিয়েছি পৃথিবীর ওপর দয়াবান হিসেবে।"১০

১১. ইসলামী খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা:

রাসূল (সা.) মদিনায় ইসলামি খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করে প্রথমবারের মতো ধর্ম, ন্যায়বিচার এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র কাঠামো তৈরি করেছিলেন।

প্রমাণ:

মদিনার সনদ ছিল বিশ্বের প্রথম লিখিত সংবিধান, যা মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার একটি চমৎকার উদাহরণ।

১২. জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষার প্রসার:

রাসূল (সা.) জ্ঞানের গুরুত্ব অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে তুলে ধরেছেন এবং সাহাবীদের মধ্যে জ্ঞানার্জনের উৎসাহ প্রদান করেছেন।

প্রমাণ:

তিনি বলেছেন,

"জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর ওপর ফরজ।"১১

১৩. শান্তি ও সহিষ্ণুতার শিক্ষা:

রাসূল (সা.) সবসময় শান্তি ও সহিষ্ণুতার শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি শত্রুদের প্রতিও উদারতা ও ক্ষমার উদাহরণ স্থাপন করেছেন।

প্রমাণ:

মক্কা বিজয়ের সময় তিনি বলেছিলেন,

"আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিশোধ নেই। তোমরা সবাই মুক্ত।"১২

এমনকি তায়েফের ময়দানেও রক্তাক্ত হওয়ার পরেও ক্ষমার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

১৪. ইবাদত ও তাকওয়া ভিত্তিক সমাজ গঠন:
রাসূল (সা.) মুসলমানদের আল্লাহর ইবাদত করতে এবং তাকওয়ার ভিত্তিতে জীবনযাপন করতে উৎসাহিত করেছেন।
প্রমাণ: কুরআনে বলা হয়েছে,

"তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকওয়াশীলদের ভালোবাসেন।"১৩

১৫. নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা:
ইসলাম নারীদের সম্মান, অধিকার ও মর্যাদা ফিরিয়ে দিয়েছিল। রাসূল (সা.) তাদের প্রতি সদয় আচরণ এবং উত্তরাধিকার, সম্পদ ও বিবাহের স্বাধীনতার বিধান দিয়েছেন।
প্রমাণ:
তিনি বলেছেন,
"তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীর সঙ্গে উত্তম আচরণ করে।"১৪

১৬. সংঘাত নিরসনে উদ্যোগ:
রাসূল (সা.) তাঁর জীবনব্যাপী বিভিন্ন গোত্র ও জাতির মধ্যে বিদ্যমান সংঘাত নিরসনে কাজ করেছেন এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন।
প্রমাণ:
হুদাইবিয়ার সন্ধি ছিল ইসলামের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, যা শান্তিপূর্ণ দ্বন্দ্ব নিরসনের উদাহরণ।

১৭. দাওয়াহ কার্যক্রম:
রাসূল (সা.) দাওয়াহর মাধ্যমে মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেছেন, যা পরবর্তী সময়ে ইসলামকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করেছে।
প্রমাণ:
আল্লাহ বলেছেন,
"তোমার প্রভুর পথের দিকে জ্ঞান এবং সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান করো।"১৫

১৮. বিপ্লবী নেতৃত্ব:
রাসূল (সা.) এর নেতৃত্বে মক্কা ও মদিনায় ইসলামের সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁর নেতৃত্ব ছিল ন্যায় ও সুশাসনের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।
প্রমাণ:
তিনি বলেন,

"তোমাদের সবার ওপর দায়িত্ব রয়েছে, এবং তোমাদের প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।"১৬

১৯. সাহাবীদের প্রস্তুতকরণ:

রাসূল (সা.) সাহাবীদের একটি নৈতিক ও যোগ্য প্রজন্ম হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন, যারা ইসলামের বার্তা বহন করেছিল।

প্রমাণ:

আল্লাহ বলেছেন,

"মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, এবং তাঁর সঙ্গীরা কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পর দয়াশীল।"১৭

২০. সমাজে মানবিকতা ও সংহতির শিক্ষা:

রাসূল (সা.) মানবতার কল্যাণে কাজ করতেন এবং সমাজের দুর্বলদের পাশে দাঁড়াতেন।

প্রমাণ:

তিনি বলেছেন,

"তোমরা একজন আরেকজনের ভাই। তোমাদের একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া উচিত।"১৮

২১. ধৈর্য ও সাহসিকতা প্রদর্শন:

ইসলামের জন্য রাসূল (সা.) এবং সাহাবীরা অসীম ধৈর্য ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন।

প্রমাণঃ

উহুদ,বদর সহ প্রায় সকল যুদ্ধে তাঁর সাহসিকতা ও ধৈর্য ছিল মুসলিমদের জন্য এক অনুপ্রেরণা। তিনি বলেছিলেন,

"আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন, তাই হতাশ হয়ো না।"১৯

২২. সম্প্রীতির বার্তা প্রেরণ:

ইসলামের বার্তা ছিল মানবজাতির জন্য শান্তি ও সম্প্রীতির। রাসূল (সা.) সব ধর্মের প্রতি সহনশীল ছিলেন এবং সংলাপ ও ভালোবাসার মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছেন।

প্রমাণঃ"ধর্মের ব্যাপারে জবরদস্তি নেই। সত্য পথ ভ্রান্ত পথ থেকে স্পষ্ট।"২০

পরিশেষে,রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবন ও অবদান মানব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম অধ্যায়। তিনি কেবল একজন নবী ছিলেন না; তিনি ছিলেন একজন আদর্শ নেতা, মহান শিক্ষক, সমাজ সংস্কারক এবং মানবতার মুক্তিদূত। তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের জন্য যে দীন ইসলাম প্রেরণ করেছেন, তা পৃথিবীর শান্তি, ন্যায়বিচার ও কল্যাণের একমাত্র মাধ্যম। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর

জীবনকে আমাদের জন্য এক উজ্জ্বল আলোকস্তম্ভে পরিণত করেছেন, যা অনুসরণ করলে আমরা দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভ করতে পারি।

তাঁর প্রতি আমাদের ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সর্বোত্তম উপায় হলো, তাঁর দেখানো পথে চলা, তাঁর আদর্শকে জীবনে বাস্তবায়ন করা, এবং ইসলামের মিশনকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে রাসূল (সা.) এর আদর্শ হৃদয়ে ধারণ করে তাঁর জীবন অনুসরণের তাওফিক দান করুন। আমরা যেন কিয়ামতের দিন তাঁর পবিত্র হাউজে কাউসারে তাঁর সান্নিধ্য লাভ করতে পারি এবং জান্নাতে তাঁর সঙ্গে চিরস্থায়ী সুখে অবস্থান করতে পারি।

ফুটনোটঃ

১.সুরা ইখলাস, 112:1-4
২.সুরা আল-আম্বিয়া, 21:107
৩.সুরা আত-তাহরীম, 66:6
৪.তিরমিজি, হাদিস নং 1321
৫.মুসলিম, হাদিস নং 2698
৬.সুরা আল-ইমরান, 3:103
৭.সুরা আল-নূর, 24:22
৮.বুখারি, হাদিস নং 6091
৯.সুরা আল-আহজাব, 33:21
১০.সুরা আল-আম্বিয়া, 21:107
১১.ইবনে মাজাহ, হাদিস নং 224
১২.বুখারি, হাদিস নং 4280
১৩.সুরা আল-ইমরান, 3:76
১৪.তিরমিজি, হাদিস নং 1162
১৫.সুরা আন-নাহল, 16:125
১৬.বুখারি, হাদিস নং 893
১৭.সুরা আল-ফাতহ, 48:29
১৮.মুসলিম, হাদিস নং 2586
১৯.সুরা আত-তাওবা, 9:40
২০.সুরা আল-বাকারা, 2:256

আখিরাতের প্রস্তুতি

পৃথিবী হলো একটি পরীক্ষাক্ষেত্র, আর মানবজীবন হলো সেই পরীক্ষার এক অমূল্য অংশ। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের জন্য একটি সুযোগ, যা আখিরাতের অনন্ত জীবনের প্রস্তুতির জন্য আল্লাহ আমাদের দিয়েছেন। কিন্তু এই দুনিয়ার ক্ষণস্থায়িত্ব এবং অস্থিরতা আমাদের মুগ্ধ করে, আমাদের মূল লক্ষ্য থেকে বিভ্রান্ত করে দেয়। শেষ যামানার চিত্র তো আরও ভয়াবহ; ফিতনা-ফ্যাসাদের জোয়ার মানুষের ঈমানকে দুর্বল করে দেয়, সৎকর্ম থেকে দূরে ঠেলে দেয়, আর আল্লাহর নির্দেশিত পথকে অস্পষ্ট করে তুলে।

এই সময়ে একজন মুমিনের দায়িত্ব হলো, পৃথিবীর মরীচিকায় না হারিয়ে চিরস্থায়ী জীবন আখিরাতের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা। এ প্রস্তুতি শুধু আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি অন্তরের পবিত্রতা, নৈতিক উন্নয়ন, এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের অনুশাসন পালনের মাধ্যমে প্রকৃত সফলতার পথ রচনা করা। মহান আল্লাহ এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশনা আমাদেরকে এই প্রস্তুতির পথে সাহস ও দিকনির্দেশনা দেয়, যা আমাদের পার্থিব এবং চিরস্থায়ী জীবনের জন্য অপরিহার্য.কুরআন ও হাদিসের আলোকে আখিরাতের প্রস্তুতি গ্রহণে আমাদের জন্য যে নির্দেশনাগুলো রয়েছে, সেগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো:

১. ঈমান মজবুত করা
ঈমান আখিরাতের প্রস্তুতির মূল ভিত্তি। আল্লাহ তাআলা বলেন:

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যেমনভাবে ভয় করা উচিত এবং মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।"১

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালকে বিশ্বাস করে, সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে।"২

২. তাওবা ও ইস্তিগফার করা
আল্লাহ তাআলা বলেন:

"তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, এরপর তাঁর দিকে ফিরে এসো।"৩

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, ‘আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর শপথ! আমি প্রতিদিন আল্লাহর কাছে ৭০ বারেরও বেশি ইস্তিগফার ও তাওবা করে থাকি।"৪

৩. নামাজ প্রতিষ্ঠা করা
আল্লাহ তাআলা বলেন:

"নামাজ কায়েম করো, কেননা নামাজ অনাচার ও অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখে।"৫

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"নামাজ হলো দ্বীনের স্তম্ভ।"৬

৪. ধৈর্য ও তাকওয়া অবলম্বন করা
আল্লাহ তাআলা বলেন:

"হে মুমিনগণ! ধৈর্য ধারণ কর, একে অপরকে ধৈর্যের উপদেশ দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।"৭

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"মহান আল্লাহ বলেন, ‘যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে, তাদের জন্য সুসংবাদ পার্থিব জীবনে ও পরকালীন জীবনে। আল্লাহর কথায় কোনো পরিবর্তন হয় না।এটাই হলো মহা সফলতা।"৮

৫. ফিতনা থেকে দূরে থাকা
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"ফিতনা আসার আগে দ্রুত সৎকাজ করো। এক সময় এমন ফিতনা আসবে যেখানে ঈমান ধরে রাখা হবে আগুনের গরম কয়লা ধরে রাখার মতো কঠিন।"৯

“আল-মিক্বদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ
তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! আমি নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ফিতনা হতে দূরে থাকবে, সেই সৌভাগ্যবান; যে লোক ফিতনা হতে দূরে থাকবে, সেই সৌভাগ্যবান; যে ফিতনা হতে দূরে থাকবে, সেই সৌভাগ্যবান। আর যে ব্যক্তি ফিতনায় পড়ে ধৈর্য ধারণ করবে, তাঁর জন্য কতই না মঙ্গল! ”১০

৬. সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা
আল্লাহ তাআলা বলেন:

"তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যানের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। আর আহলে-কিতাবরা যদি ঈমান আনতো, তাহলে তা তাদের জন্য মঙ্গলকর হতো। তাদের মধ্যে কিছু তো রয়েছে ঈমানদার আর অধিকাংশই হলো পাপাচারী।"১০

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পরের সহযোগিতা কর। মন্দকর্ম ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পরের সহযোগিতা করো না। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ আযাব প্রদানে কঠোর।"১১

৭. আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া
আল্লাহ তাআলা বলেন:

"প্রত্যেক প্রাণীকে আস্বাদন করতে হবে মৃত্যু। আর তোমরা কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ বদলা প্রাপ্ত হবে। তারপর যাকে দোযখ থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, তার কার্যসিদ্ধি ঘটবে। আর পার্থিব জীবন ধোঁকা ছাড়া অন্য কোন সম্পদ নয়।"১২

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"বুদ্ধিমান ব্যক্তি সে, যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং মৃত্যুর পরের জন্য কাজ করে।"১৩

৮. কুরআন ও হাদিসের জ্ঞান অর্জন করা
আল্লাহ তাআলা বলেন:

"এই কুরআন এমন যে এটি সুস্পষ্ট পথ নির্দেশনা প্রদান করে।"১৪

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হলো সে, যে কুরআন শেখে এবং অন্যকে শেখায়।"১৫

৯. পরকালকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া
আল্লাহ বলেন:

"তোমরা আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি নাও এবং আল্লাহকে ভয় কর।"১৬

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"তোমার জীবনকে এমনভাবে পরিচালনা কর যেন তুমি আজই মারা যাবে এবং আখিরাতের জন্য এমনভাবে প্রস্তুতি নাও যেন তুমি অনন্তকাল বেঁচে থাকবে।"১৭

১০.এক আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে বিনা হিসেবে জান্নাতুল ফেরদৌস অর্জনের জন্য জীবন গড়া

“আল্লাহ মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে জান্নাতের ওয়াদা দিয়েছেন, যার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হবে নহরসমূহ, তাতে তারা চিরদিন থাকবে এবং (ওয়াদা দিচ্ছেন) স্থায়ী জান্নাতসমূহে পবিত্র বাসস্থানসমূহের। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে সন্তুষ্টি সবচেয়ে বড়। এটাই মহাসফলতা। ”১৮
“এসব আল্লাহর নির্ধারিত সীমা এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের অনুসরণ করবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত, তারা তাতে চিরবাসী হবে এবং এটা বিরাট সাফল্য।”১৯

আখিরাতের প্রস্তুতি কোনো সাধারণ দায়িত্ব নয়; এটি জীবনের মৌলিক লক্ষ্য। এই পৃথিবীর চাকচিক্য, আরাম-আয়েশ, এবং লোভনীয় প্রলোভনের মধ্যে ডুবে থাকা মানবজীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়। বরং, একজন মুমিনের প্রকৃত সাফল্য নিহিত রয়েছে তার আখিরাতের জীবন গড়ার প্রস্তুতিতে। এই প্রস্তুতি অর্জন করতে হলে প্রয়োজন আল্লাহর প্রতি গভীর ভালোবাসা, তাঁর আদেশ পালনের প্রতি আন্তরিকতা, এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহ অনুসরণের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা।

দুনিয়া আমাদের পরীক্ষাক্ষেত্র, আমাদের ধৈর্য ও ঈমানকে পরীক্ষা করার জন্যই আল্লাহ আমাদের দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন। এই পরীক্ষায় সফল হতে হলে আমাদের পাপ থেকে মুক্ত থাকতে হবে, সৎকর্মে নিজেদের ব্যস্ত রাখতে হবে, এবং আল্লাহর পথে অটল-অবিচল থাকতে হবে। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে একটি অনন্ত জীবনের সোপানে রূপান্তরিত করতে হবে।

শেষে, এই দোয়াই করি যে, আল্লাহ আমাদের সকলকে ফিতনা থেকে রক্ষা করুন, আমাদের অন্তরকে পবিত্র করুন, এবং আখিরাতের জন্য যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণের তাওফিক দান করুন। যেন আমরা সেই চিরস্থায়ী জান্নাতের অধিকারী হতে পারি, যেখানে থাকবে আল্লাহর অসীম রহমত ও শান্তি।

ফুটনোটঃ
১.সূরা আলে ইমরান: ১০২
২.বুখারি: ৬০১৮, মুসলিম: ৪৭
৩.সূরা হুদ: ৩

৪.বুখারি: ৬৩০৭

৫.সূরা আনকাবুত: ৪৫

৬.তিরমিজি: ২৬১৬

৭.সূরা আলে ইমরান: ২০০

৮.সুরা ইউনুস আয়াত : ৬৩-৬৪

৯.মুসলিম: ২৯৩৭

১০.সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪২৬৩

১১.সূরা আলে ইমরান: ১১০

১২.সূরা মায়েদাহ: ০২

১৩.সূরা আলে ইমরান: ১৮৫

১৪.তিরমিজি: ২৪৫৯

১৫.সূরা ইসরা: ৯

১৬.বুখারি: ৫০২৭

১৭..সূরা হাশর: ১৮

১৮.মুসনাদে আহমদ: ১৩৫৩০

১৯.সূরা তাওবা আয়াত:৭২

২০.সূরা তাওবা,আয়াত:১৩